

ঐ সব প্রশ্নের তাৎপর্য এই যে, বাক্য-কথন-স্থলে সত্য ও মিথ্যাব লক্ষণ কি? কখনো কখনো সত্য কথা বলিলে শাস্তি ভঙ্গ হয়, বক্তাবক্তি হয়, কখনো বা মিথ্যা বলিলে সব দিক্ বক্ষা পায়। অতএব এ সম্বন্ধে “সনাতন ধর্ম” কি? অর্থাৎ শিষ্ট-পরম্পরা ক্রমে ধর্মজ্ঞেবা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? এস্থলে “সত্য” শব্দে ব্রাহ্ম ধর্মের সত্য নহে; মিথ্যা শব্দে ব্রাহ্ম ধর্মের পবিত্রাত্মা মিথ্যা নহে, ‘সত্য’ শব্দে বেদ প্রতিপাদ্য সত্য স্বরূপ ব্রাহ্ম জ্ঞানও নহে এবং “মিথ্যা” শব্দে বেদবিহিত কৰ্ম্মকাণ্ডও নহে। সূত্রবাং ইহা হইতে ব্রাহ্ম কোন উপকাবই লাভ কবিতে পাবেন না। এখানে “সনাতন ধর্ম” শব্দে ব্রাহ্ম ধর্ম নহে, কিন্তু “সত্য মিথ্যা বলাব সনাতন ব্যবহার” মাত্র। সংক্ষেপতঃ এ প্রশ্নে “বেদেব কি সত্য, কি ধর্ম, কি অসত্য, কি অধর্ম” তাহাব কোন ছন্দাংশই নাই।

প্রশ্ন যদি বুঝিয়া থাক, তবে এখন উত্তরের সাব ভাগ বুঝ।—“ভীষ্ম উত্তব কবিলেন—সত্য কখনই উত্তম।—** লোক মধ্যে যাহা দুজ্জের, তাহা ক্রি.তর্হি। কোন কোন সময়ে সত্য অবজ্ঞাব, কখন বা অনুত ব্য হয়। যাহাতে মিথ্যা সত্য হয় এবং সত্যও মিথ্যা হইয়া থাকে।** সত্য ও মিথ্যা বিশেষ রূপে নিশ্চব কবিতে পাবিলে মনুষ্য ধর্মজ্ঞ হইয়া থাকে।** যে বিববে ধর্ম অত্যন্ত দুর্গত ও দুজ্জের এই প্রশ্ন তাদৃশ হইয়াছে। ধর্মের দগ্ধণ বান্ধন কবা অতি দুষ্কব।** জীবগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত ঋষিগণ ধর্মের প্রবচন করিয়াছেন। অতএব যাহা অভ্যুদব সমর্থিত তাহাই ধর্ম।** জীবগণের অহিংসার নিমিত্ত ধর্ম প্রবচন হৃত হইয়াছে। অতএব যাহা অহিংসা সংযুক্ত তাহাই ধর্ম।** কোন কোন ব্যক্তি প্রতিকেই ধর্ম কহেন, অপবে তাহা অঙ্গীকার কব্বেন না, আমবা তাহাব প্রতি অস্বীকা করি না, সকলই কিছু বিহিত হয় না, যাহাবা অন্যায় দ্বাবা কাহারও ধন হরণ কবিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে ধনীব সন্ধান বলিয়া দেওয়া উচিত নহে! ইহাই ধর্মরূপে নিশ্চিত।—ইত্যাদি”—

ভীষ্মের উপরিউক্ত উত্তবটী সমগ্রভাবে পাঠ কবিলেই বুঝা যাইবে যে, কি অভিপ্রায়ে এই কথাগুলি উক্ত হইয়াছে। যথা—“কেহ প্রতিকেই ধর্ম বলেন, অপরে তাহা বলেন না, আমরা তাহাব প্রতি অস্বীকা করি না, সকল প্রতিই কিছু ধর্ম বিহিত নহে”—। এই কথা গুলির তাৎপর্য

এই যে, এই “সত্যানুত” বিষয়ক প্রশ্নে যে ধর্ম জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা অতি উচ্চের। ধর্মের লক্ষণ কীৰ্ত্তন করা বড়ই দুশ্বর। কিন্তু জীবগণের ‘অদ্ব্যদয়’ অর্থাৎ কল্যাণের নিমিত্ত, এবং জীবগণের অহিংসাব নিমিত্ত ঋষিগণ যে সকল “ধর্ম প্রবচন” অর্থাৎ স্মৃতিকণ-বিধি কবিয়াছেন, তাহাষ্ট “ধর্ম”। এষ্টানে “ধর্ম” শব্দে সদাচার-বিহিত বিধি। কেহ কেহ “শ্রুতিক্রম” কিনা মূল বেদবাক্যেই সেইরূপ ধর্ম বলেন, কেহ বা বলেন না, আমবা তাহাঁর কোন কথাই প্রতিষ্ট অস্বীকারি না। কেননা “সকল শ্রুতিই বিহু ধর্ম বিহিত (অর্থাৎ কল্যাণপদ বিধি) হইতে পারে না। কেবল ঋষিগণ যে সকল বেদান্তগত ধর্মপ্রবচন ও স্মৃতি নিবন্ধ কবিয়াছেন তাহাষ্ট বিহিত। বেদে কেবল শব্দতঃ ও সামান্যতঃ সত্য কথনেরই আদেশ আছে। কিন্তু অনেক স্থলে, সত্য বস্তুই অদ্ব্যদয়পদ নহে। ঋষিগণ বেদের সেই নিগূঢ় ধর্ম—সেই অতি গুহ্য মঙ্গল উদ্দেশ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রবচন কবিলেন “দস্তাবে ধনিব সন্ধান বলিবে না”-বৎ মিথ্যা-শপথ পূর্বক বলিবে “জানি না”। এই সকল স্থলে “জানি না” মিথ্যা বচন শেবঃ।” (মহাভারতে উক্ত অধ্যায়ে)। এতাবতঃ সত্যানুত কণন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, তাদৃশ স্থলে শ্রুতি অপেক্ষা ঋষি-বচন অধিক বিহিত। কিন্তু ঐ বচনটাই এমন অর্থ নহে যে, সমগ্র শ্রুতি বা শ্রুতিব সকাংশ যোগক মহাশয়ের অভিমত সত্যধর্ম প্রতিপাদক নহে বলিয়া শ্রুতি ও তাহাঁর প্রবচনস্বরূপ স্মৃতিাদি শাস্ত্রবে হয় পূর্বক মানব আপনাব মতের প্রতি নিভর কবিবেন। স্মৃতবাং আমাদেব ত্রক্ষনিষ্ঠ লেখক মহাশয়—

“সকল শ্রুতি ধর্ম বিহিত নহে”

ভীষ্মের এই কথাতে সাহস পূর্বক তদ্বাবা স্বীয় মতসমর্থন কবিবার যে চেষ্টা কবিয়াছেন, তাহা বিফল হইতেছে। কেননা, তাহাঁর মত এই যে, “ধর্ম সম্বন্ধীয় সত্য বেদ নামক পুস্তকে বদ্ধ নহে। বেদের আবির্ভাব আমাদেব মধ্যে ঈশ্বরের অনুগৃহীত বিশেষ বিশেষ নম্রযোব আত্মাতে বা মনেতে হয়। বেদ নামক পুস্তকে অনেক কল্পনা দেখা যায়। অতএব তাহাকে পবীক্ষা দ্বারা গ্রহণ কবিতে হইবে। তাহা কেবল আপ্ত-বাক্য বলিয়া যে স্বীকার্য তাহা নহে। সকল দেশে সকল জাতিতে বেদ জন্মিতে পারে এবং সকল দেশের ধর্ম-গ্রন্থে ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান

শাস্ত্রে বেদ থাকিতে পারে।” লেখক মহাশয়ের এই সকল মত এদেশীয় নহে—শাস্ত্রীয় নহে এবং যুক্তি সিদ্ধও নহে। যাঁহা হুঁক, মহাভাবতের উক্ত বচন তাঁহা কোন মতেই প্রমাণ কবে না। তিনি যদি অধ্যায়টী পূৰ্ণাপন মিলাইয়া ও ভাবিবার পড়িতেন, তবে বোধ হয় ওবচনটী কখনই তুলিতেন না।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু—খজাপুর।

—০—০—

প্রাচীন ধর্ম সূত্র ।

আপস্তম্ব সূত্র ।

প্রাচী. দক্ষিণাপথে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যে অন্ধ্র নামে একটা সমৃদ্ধিশ্রী বাজ্য ছিল। এইখানে আপস্তম্ব বংশীয় এক ব্রাহ্মণ গুপ্ত জন্মেব প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে একখানি ধর্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাঁহা আপস্তম্বসূত্র নামে বিখ্যাত। সে শাস্ত্র অন্ধ্র দেশীয় বাহিত নীতিব পবিচায়ক, বা তাৎকালিক আখ্য সমাজের চিত্র, আমবা বহিতে পারি না। তাঁহা হইতে কয়েকটা সূত্র অনুবাদ কবিয়া আমবা পাঠকগণকে উপহাস দিলাম।

ছাত্রায়ত্ত।

(মার্কি দ্বি সহস্র বৎসর পূর্বে)

ব্রাহ্মণ কুমার অষ্টমবর্ষে বসন্তকালে, ক্ষত্রিয় একাদশ বর্ষে গ্রীষ্মকালে, এবং বৈশ্য দ্বাদশ বৎসর বয়সে শবৎকালে দীক্ষা লাভ কবিবে।

ব্রহ্মচারী আচার্য্য গৃহে ৪৮, ৩৬, ২৪, বা অন্যান্য দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত কবিবে। আচার্য্যের সহিত তর্ক কবিবে না, তাঁহাব সেবা কবিবে, তাঁহার নিম্নতর আসন গ্রহণ কবিবে।

ব্রহ্মচারী যজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ ক্ষেত্রে আহার্য্য গ্রহণ কবিবে না। মরিচ, লবণ, মধু বা মাংস ভোজন, পাছুকা, ছত্র, অলঙ্কার, বা স্নগন্ধ ব্যবহার, দিবানিদ্ৰা বা ক্রীসঙ্গ তাঁহাব পক্ষে নিষিদ্ধ। শিখা মাত্র বাধিয়া,

তিনি সমস্ত মস্তক মুগুন করিবেন বা একটি গুচ্ছে কেশগুলি বাঁধিয়া রাখিবেন। তাঁহার গায়ে ও দাতে মলা থাকিবে; তিনি হাসিবেন না, বা স্নানকালে জলক্রীড়া করিবেন না। তিনি কোন সভা সমিতিতে যাইবেন না। লাঙ্গুটি চন্দ্রাচ্ছাদন, ও পলাশদণ্ড ব্রহ্মচারীর বিধেয় !

তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষানরু অন্ন আচার্য্যকে উপহার দিবেন। এবং তিনি আদেশ না ববিলে তাহা নিজ ব্যবহাবে নিয়োজিত করিতে পারিবেন না। ভোজন পাত্র আপনি পরিষ্কার করিবেন। তিনি আচার্য্যের জল ও যজ্ঞ-কাষ্ঠ আহরণ করিবেন, এবং যজ্ঞ-বেদী পরিষ্কার করিবেন। আচার্য্য জাগ্রিবাব পূর্বেই তাঁহাকে উঠিতে হইবে। শয়নকালে তিনি আচার্য্যের পা ধোয়াইয়া ও গা মুছাইয়া দিবেন। তিনি আচার্য্যের পশ্চাৎপামী হইবেন, পাছুকা বা উষ্ণীষ পরিণা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবেন না, সাবধান হইবেন যেন তাঁহার গায়েব বাতাস আচার্য্যের গায়ে না লাগে, বা আচার্য্য-স্পর্শ বায়ু তাঁহার গায়ে না লাগে। তিনি আচার্য্য সমক্ষে প্রাচীবাদি কিছুতে সংলগ্ন করিয়া বসিবেন না। আচার্য্য সমক্ষে আব বাঁহাকে আচার্য্যের সম্মান করিবেন না। আচার্য্য যাহাকে বন্দনা করিবেন, ব্রহ্মচারীও তাঁহাকে বন্দনা করিবেন। আচার্য্যকে কোন কর্ম্মে উদ্যত দেখিলে, তিনি তাহা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। বিদ্যার কালে আচার্য্যকে দক্ষিণে রাখিয়া বিদ্যার লইবেন।

অনধ্যায় ।

পৌষ ও চাত্রমাস পূর্ণিমায়, এবং অমাবস্তায় দুই দিন পাঠ নিষিদ্ধ। যে দিন গ্রামে অতি নিরুষ্ঠ (চণ্ডাল) বা অতি উৎকৃষ্ট কোন লোক আসিবে, সে দিন পাঠ নিষিদ্ধ। বিদ্যুৎ বা বজ্রপাত হইলে ও সহধ্যায়ীর মৃত্যু সংবাদ শুনিলে এক দিন; অসময়ে বিদ্যুৎ, বজ্র, ও বৃষ্টিপাত হইলে এই তিনটির কোন একটির অভাব হইলে এক দিন; বেদোৎসর্গ উপাকর্ষ, এবং অষ্টকাশ্রাদে তিন দিন, এবং মহা শুক্ল নিপাতে দ্বাদশ দিন পাঠ বন্ধ থাকিবে। কুকুর, শূগল, গর্দভ, পেঁচক বা বৃকের চীৎকার, ক্রন্দন বা বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিলে, অথবা ঝটিকা হইলে পাঠ বন্ধ করিতে হইবে। নিমজ্জণ ঝুটিলে, গ্রহণ, ভূমি কম্প, ঘূর্ণাবর্ত্ত, উল্কাপাত, বা অগ্নিদাহ হইলে এক দিন পাঠ বন্ধ থাকিবে।

আহার্য ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যে কোন জাতীয় পাচকের বন্ধন ভোজন কবিতে পাবেন ।
কিন্তু, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন জাতির গৃহে ভোজন কবিতে পাবেন না ।

যে আহার্যে চুল বা কীট পড়িয়াছে, পলাণ্ডু মিশিয়াছে, কাহাবও অঞ্চল বা পদস্পর্শ হইয়াছে, কুকুব বা বিড়ালে স্পর্শ কবিয়াছে, বাজাবে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে বা যাহা বাসি হইয়াছে, বা টকিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি খাইবেন না ।

মদ্য, উষ্ট্র, হবিণ, ও মেঘ ছদ্ম, পলাণ্ডু, বস্মন, ছত্রাক, গো, সবভ, গ্রাম্য শূকব, ও যুক্তথুব পশু, গ্রাম্য কুকুট, মাংসাশী পক্ষী, হংস, ভাষ ও সাবস অভক্ষ্য ।

কামধেনু, বৃষ, কচ্ছপ, বহুববাহু, সজাক, গণ্ডাব, ও শশক অভক্ষ্য নহে । সপ্তর্ষে ত্রায় মন্তক বিশিষ্ট মৎস্য ও বৃক্ষীভ অভক্ষ্য ।

শূদ্র, বৈদ্য, অস্ত্র ব্যবসায়ী, কুশীদ গ্রাহী, নপুংসক, প্রনিধি, মত্ত, বন্দী ও উন্মত্ত আহার্য অগ্রাহ্য ।

বিধি ব্যবস্থা ।

নবহত্যা, ক্রণ হত্যা, স্বর্ণচুবী, অগম্য গমন, ও স্ত্রবা পানে ব্রাহ্মণ পতিত হয় । শূদ্র সহবাস, কুকুব, কুকুট ও শূকব ভক্ষণ অশুচিকব ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ছুইবার আহার কবিবেন । অমাবস্তা ও পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সন্ন্যাস উপবাস কবিবেন । বিবাহের সাংস্ংসবিক রাত্রিতে তিনি মাটিতে শয়ন কবিবেন । বিবাহ ছয় প্রকার ; ব্রাহ্ম, আর্ধ, দৈব, গাক্ষর্য, আহুত্ব ও বাক্ষস । অতিথি সেবা গৃহস্থের মুখ্য কর্তব্য ।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান করণ, দান গ্রহণ উত্তবাধিকার ও শস্ত্র সঞ্চয় ব্রাহ্মণের কার্য । ব্রাহ্মণ কখন অস্ত্র স্পর্শ কবিবেন না, অস্ত্রেব গুণাগুণ পরীক্ষা কবিবাব জহুও নহে । ক্ষত্রিয়ের কার্যও ঐক্লপ ; কেবল যাজন, অধ্যাপন, ও দান গ্রহণেব পরিবর্তে রাজ্য শাসন, ও যুদ্ধ কার্য সংযোগ করিতে হইবে । বৈশ্যের কার্য ক্ষত্রিয়ের অতুল্য ; কেবল শাসন ও যুদ্ধকার্যের পরিবর্তে কৃষি, বাণিজ্য, ও গোচারণ সংযোগ করিতে হইবে । গৃহস্থ ব্রাহ্মণ স্বর্ধ্যোদয় বা স্বর্ধ্যাস্তের সময় নিদ্রিত থাকিবেন না ; থাকিলে উপবাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । পিতৃগণের ব্রাহ্ম

কার্য গৃহস্থেব নিতা কর্তব্য। শ্রাদ্ধ আসবে কুষ্ঠ বোগী, ব্যভিচারী ও মুণ্ড-শিবলোক উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়।

আশ্রম চতুষ্টয়।

আশ্রম চারি প্রকার, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থ। যে ব্রাহ্মণ এই চারি প্রকার আশ্রম সেবা করেন,—তাঁহাব মুক্তিলাভ হয়। নিবগ্নি, নিগৃহ, নিম্পুহ, নিবাস্রম, মৌনব্রত, ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী উলঙ্গ হইয়া, বা অস্ত্রের পবিত্র্যক্ৰ চিবব পবিধান করিয়া ভ্রমণ করিবেন। স্তম্ভ, ছপে, সতা, মিথ্যা, ঈহবাল, পববাল, ও বেদ উপেক্ষা করিয়া তিনি পবনাম্ম্যাব অন্তসন্ধান করিবেন। বানপ্রস্থ নিম্পুহ, নিবাস্রম, ও মৌনব্রত হইয়া একাঙ্গি বস্তু করিবেন। বনজাত চর্ম্ম বা বস্ত্র তাহাব পবিধেয়। ফল, মূল তাঁহাব ভোজ্য, ক্রমে তাঁহাকে এ সকল পবিত্যাগ করিয়া, জল, বায়ু বা আকাশ-মাত্রের জীবন ধারণ করিতে হইবে। গ্রামের বাহিবে একাকী বা সপরিবারে তিনি বাস করিবেন।

রাজধর্ম্ম।

রাজা নগরের মধ্যে দক্ষিণ দ্বারী প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করিবেন। প্রাসাদের দক্ষিণে আমন্ত্রণ গৃহ, এবং তাহাব দক্ষিণে নগরের অনতিদূরে সভাগৃহ নিৰ্ম্মিত হইবে।

সভাগৃহে মৃগায় বেদীতে পুশক্লীড়া হইবে। রাজা চৌর্য্য ও ব্যভিচার নিবারণ করিবেন এবং গ্রামণী ও পুৰপতি নিবোগ করিয়া গুরু সংগ্রহ করিবেন। ব্রাহ্মণ, দ্বীলোক, বালক, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, অন্ধ, মূক, বধিব ও কপ্পেব নিকট গুরু হইবেন না।

বর্ণভেদে ব্যবস্থা ভেদ।

জাতিভেদে পবিচ্ছদ ও নমস্কার প্রণালী স্বতন্ত্র হইবে। দশ বৎসরের ব্রাহ্মণকুমার শতায়ু-ক্ষত্রিয়ের পিতৃতুল্য। সম্ভাষণকালে ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে অনষ্ট এবং শূদ্রকে আবোগ্য প্রশ্ন করিতে হইবে।

ক্ষত্রিয় হত্যাব প্রাবশিত্ত ব্রাহ্মণকে সহস্র গাভী দান, বৈশ্য হত্যার শত, এবং শূদ্র হত্যাব দশটী মাত্র। ব্রাহ্মণ হত্যাব ও গুরুপত্নী গমনের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অপেয় পান, অভক্ষ্য ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া “পবিত্র” পাঠ করিবেন, ও সাতদিন উপবাস করিবেন, এবং অনার্য্যগমন করিলে রোদে পিঠ দিয়া ঘাসের উপর বসিয়া থাকিবেন।

অতিথি ব্রাহ্মণ হইলে উঠিয়া সম্ভাষণ করিবে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইলে উঠিতে হইবে না। অতিথি শূদ্র হইলে, তাহার দ্বাৰা কিছু কাজ কৰাইয়া লইয়া, তবে থাইতে দিবে।

ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণকে দণ্ড দিবেন না, ব্রাহ্মণের দণ্ডদাতা ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তই তাহার যথেষ্ট দণ্ড। শাস্ত্রবিক দণ্ড ব্রাহ্মণের জন্য নহে। অল্প জাতীয় লোককে রাজা প্রাণদণ্ডও বিধান করিতে পারেন। উচ্চ তিন শ্রেণী শূদ্রাণীর সহিত ব্যভিচার করিলে, নিম্নাসন, বিশ্ব শূদ্র উচ্চ শ্রেণীকে ব্রহ্মপ করিয়া প্রাণদণ্ড লাভ করিবে।

শূদ্র উচ্চজাতীয় কাহারও নিন্দা করিলে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিবে। সে উচ্চ জাতীয় কাহারও সঙ্গে সমকক্ষ ভাবে ব্যবহার করিলে, বক্রাঘাতে পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবে। শূদ্র চুৰী করিলে তাহার প্রাণদণ্ড করিলে, ও তাহার সম্পত্তি সবকান্দে জব্দ হইবে। বিশ্ব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মপ অপসার করিলে, তাহাকে অন্ধ করিয়া দিবে অর্থাৎ তাহার চোখের উপর একটা কাপড় দেবে।

গৌতম-সূত্র ।

গৌতমধৰ্ম্মশাস্ত্র আপস্তম্ব অপেক্ষাও প্রাচীন। ইহাও দক্ষিণাপথে বিচিত্র হইয়াছিল। প্রাচীন ধৰ্ম্মসূত্র সকলের তুলনা করিয়া আশ্চর্য্য ইতিরত্তেবু অনেক কথা আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

ভাবাবস্থা।

(তিন সহস্র বৎসর পূর্বে)

পাঠকালে আচার্য্য ও শিষ্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্ম, নবুল, সপ, ভেক, বা বিড়াল চলিয়া যাইলে শিষ্যকে তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী জিতেজ্জিহ্ব, সত্যবাদী, ও নিত্যানায়ী হইবেন। তিনি স্ত্রীকে দিকে চাহিবেন না। মধু, মাংস, স্নগন্ধ, মাংস, যান, পাগকা, দিবানিদ্রা, কাম, ক্রোধ, লোভ, ব্যাকুলতা, বাঁচালতা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ভয়, ও দম্ভধাবন পবিত্র্যাগ করিবেন। গুরু সমক্ষে তিনি খুৎ ফেলিবেন না, হাসিবেন না, হাই তুলিবেন না, বা আঙ্গুল মট্কাইবেন না। কখন গুরু নাম ধরিবেন না, সর্কদা গুরু অপেক্ষা হীনতর আসন গ্রহণ করিবেন।

গুরু শিষ্যকে শাবীৰিক দণ্ড বিধান কৰিবেন না, আচাৰ্য্য ব্ৰাহ্মণ না হইলেও শিষ্য তাহাব সন্মান কৰিবে ।

শ্ৰাবণ পূৰ্ণিমাৰ বেদপাঠ আৰম্ভ কৰিবে । ঋতু উঠিলে, মৃদঙ্গ, বণচক্ৰ বা আৰ্ত্তনাদ শুনা গেল, দল বাধিয়া শূণাল, কুকুৰ বা গৰ্দ্ভ ডাকিলে, রামধনু উঠিলে, আকালিক চন্দ্ৰমণ্ডল, সূৰ্য্যমণ্ডল, বা মেঘ দেখা গেল পাঠ বন্ধ থাকিবে । বজ্ৰঘাত, ভূকম্প, উল্কাপাত, গ্রহণ, অমাবস্যা এবং আষাঢ়, কাৰ্ত্তিক ও ফাল্গুন পূৰ্ণিমাৰ একদিন অনধ্যায় । যুগপৎ বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্ৰপাত হইলে তিনদিন অনধ্যায় ।

নগরে বেদাভ্যাস নিষিদ্ধ ।

আশ্রম ।

আশ্রম চাৰি প্রকাৰ, ব্ৰহ্মচৰ্য্য, গাৰ্হস্থ্য, ভিক্ষু ও বৈথানস । গাৰ্হস্থ্য এই সকলেৰ মূল । কাৰণ, গৃহী ভিন্ন আৰু কেহ সন্তান উৎপাদন কৰে না ।

ভিক্ষু বা সন্ন্যাস আশ্রম বৈথানস বা বানপ্রস্থ অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠতৰ । নিঃসংস্ৰল, নিম্পৃহ, নিম্পিকাব, মোনব্ৰত ও জিতেন্দ্ৰিৰ সন্ন্যাস, ভিক্ষা হেতু গ্রাম মধ্যে প্ৰবেশ কৰিবেন । সকলেৰ আশ্রম সমান । তিনি ভিক্ষা কৰিবেন, এবং একপথে একবাবেৰ অধিক চলিবেন না । বৰ্ষাব চাৰি মাস তিনি একস্থানে থাকিবেন, অন্ত সময় এক গ্রামে দুই সাত্ৰি স্থাপন কৰিবেন না । নগৰত নিবাস কৰিবাব জন্ত তিনি বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবেন । বৈথানস বনে বাস কৰিবেন এবং স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফল, মূলে জীবন বঞ্চা কৰিবেন । স্নানপদ-হত মৃগমাংস তাঁহাৰ অভ্যাস নহে । তিনি জটা, বকুল ও চৰ্ম্ম ধারণ কৰিবেন এবং কখন গ্রামে প্ৰবেশ কৰিবেন না । গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমেৰ শ্ৰেষ্ঠ এবং সকলেৰ অবশ্য কৰ্ত্তব্য । স্বজাতীয় এবং আপনাব অপেক্ষা অল্প বয়স্ক কন্তাকে বিবাহ কৰিয়া ব্ৰহ্মচাৰী গৃহী হইবেন । বিবাহ আট প্রকাৰ; ব্ৰাহ্ম, প্ৰাজাপত্য, আৰ্য্য, দৈব, গাক্ষৰ্ষ, আহ্লৰ, বাৰ্হস, ও পৈশাচ । প্ৰথম চাৰিটা বৈধ । আপন অপেক্ষা এক, দুই বা তিন শ্ৰেণী নীচে বিবাহ কৰিলে সন্তান সৰণ, অশুষ্ঠ, ও উগ্ৰ, বা নিষাদ আখ্যা লাভ কৰে । ঐক্লপ নিম্নতৰ শ্ৰেণীৰ স্বামী ঘটিলে হত, মাগধ, আয়োজব, ক্ষত্ৰি, বা চণ্ডাল উপাধি লাভ কৰে । ব্ৰাহ্মণী ও ব্ৰাহ্মণে ব্ৰাহ্মণ, ব্ৰাহ্মণী ও ক্ষত্ৰিয়ে হত, ব্ৰাহ্মণী ও বৈশ্যে মাগধ এবং ব্ৰাহ্মণী ও শূদ্রে চণ্ডাল উৎপন্ন হয় । ব্ৰাহ্ম বিবাহে উৰ্দ্ধ ও অধস্তন বিংশতি

পুরুষ, প্রোজাপত্য ও দৈবে দশ পুরুষ এবং আৰ্ষ বিবাহে সাত পুরুষ উদ্ধার হয়।

বিধবা ইচ্ছা করিলে দেবরের ঔবসে পুত্রোৎপাদন করিতে পারে। দেবরের অভাবে সপিও, সগোত্র, সমান প্রবব বা স্বজাতীয় যে কাহাবও সহবাস কবিয়াও পারে, কিন্তু দুইটীৰ অধিক যেন সন্তান না হয়। স্বামী ছয় বৎসব নিকর্দেশ হইলেও স্ত্রী সপিওব সহিত সহবাস কবিত্তে পারে। পাঠার্থী ছাদশ বৎসব নিকর্দেশ হইলে, তাহাব স্ত্রী পত্যন্তব গ্রহণ কবিত্তে পারে। বালিকা কাপড় পবিত্তে শিখিবাব পূর্বেই বিবাহ দেওয়া কাহাবও মত, কিন্তু বজোদর্শনেব পূর্বেই বিবাহ দেওয়া কষ্টব্য। এই ঘটনাব তিন মাস মধ্যে অভিভাবক বিবাহ না দিলে কস্তা আপনি পতি গ্রহণে অধিকারিণী। শূদ্রকে প্রত্যাখ্য কবিয়া বিবাহ-অর্থ সংগ্রহ কবা দুষণীয় নহে। বেদপাঠ ও তর্পণ গৃহীত্ব নিত্য কষ্টব্য। বাগে, আনন্দে, ভয়ে, লোভে, যন্ত্রণায়, ব্যাল্যে, বান্ধক্যে ও মত্ততায় মিথ্যা কথা কহিলে পতিত কেবনা এবং বিবাহ উপলক্ষে মিথ্যা কথা কহিলে পাপ হয় না।

শ্রী শ্রোণীৰ ব্রাহ্মণকে পান্য, অর্ঘ্য ও উৎকৃষ্ট ভোজ্য দিবে। বেদানভিজ্ঞ, কিন্তু সচ্চবিত্র ব্রাহ্মণকে মধ্যবিধ, এবং অসচ্চবিত্রকে ঘাস ও জল খাইতে দিবে। ব্রাহ্মণ অতিথিকে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনামস, এবং বৈশ্য ও শূদ্রকে আবোগ্য প্রণাম কবিবে।

শূদ্রকে অতিথি বলিয়া বিবেচনা কবিবে না। ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণেব পবে ভোজন করাইবে। ধনবান্ অপেক্ষা বুটুয়, তদপেক্ষা উন্নতবর্ণ, তদপেক্ষা বিদ্বান্, তদপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ সম্মাননীয়। বিপদে পড়িলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পাবেন। কিন্তু শূদ্র-ব্যবসায় সর্কথা পরিত্যজ্য।

ব্রাহ্মণের পক্ষে সপ্তপাক যজ্ঞ, সপ্তহবির্যজ্ঞ, এবং সপ্তসোমযজ্ঞ বিধেয়। পাকযজ্ঞ যথা ;—অষ্টকা, পার্কণ, তর্পণ, শ্রাবণী, অগ্রহাবণী, চৈত্র, বা আশ্ব-যুগী। হবির্যজ্ঞ যথা,—অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্ত, নিরুচ, পশুবন্ধ, এবং সোত্রামণী। সোমযজ্ঞ যথা,—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ, ঘোড়াসিন, অতিবজ্রে, এবং আপ্তাধ্যায়। গৃহী ব্রাহ্মণ অনার্য্যদিগের সহিত কথা কহিবেন না। ব্রাহ্মণসন্তান দাড়ি রাখিবেন না। তিনি স্ত্রীর সহিত একত্র ভোজন করিবেন না। পথে চলিবাব সময় উষ্ণীষ ব্যবহার করিবেন না।

রাজধর্ম ।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজা আর সকলেরই প্রভু । তিনি সকলকে ধর্মপথে রক্ষা কবিবেন । যাহাবা আত্মদমনে সক্ষম নহে, তিনি তাহাদিগকে দমন করিবেন । ব্রাহ্মণ ও অকর্মণ্যদিগকে বাজা প্রতিপালন করিবেন । শস্ত্রের দশম, অষ্টম, বা ষড়ভাগ বাজাব প্রাপ্য, বাণিজ্য-শুল্ক মূল্যের বিংশতিভাগ । শ্রমজীবীবা মাসে এক দিন বেগাব দিবে ।

শূদ্র উচ্চ জাতীয়েব নিন্দা কবিলে, বা বেদ পাঠ কবিলে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিবে, উচ্চ জাতীয়েব সমকক্ষতা করিলে, শাবীবিক দণ্ড দিবে । ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণেব নিন্দা কবিলে, শত কাশ্পণ ও বৈশ্য ঐক্লপ কবিলে দেড় শত কাশ্পণ দণ্ড দিবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েব নিন্দা কবিলে পঞ্চাশ ও বৈশ্যের নিন্দা কবিলে পঁচিশ কাশ্পণ দণ্ড দিবেন । কিন্তু শূদ্রেব নিন্দা দণ্ডনীয় নহে । বিংশতি কাশ্পণেব মাসিক সূদ পাচ মাস । সূদ ও আসল সমান হইলে আর সূদ দিতে হইবে না । কিছু বাধা থাকিলে সূদ দিতে হয় না । ব্রাহ্মণেব শাবীবিক দণ্ড নাই । নিরাসন তাহাব পক্ষে ঋণাত্মক দণ্ড । কাহাবও প্রাণ বক্ষার্থ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় দোষ নাই ।

ব্রাহ্মণেব অশৌচ দশ দিন, ক্ষত্রিয়েব একাদশ, বৈশ্যের দ্বাদশ, শূদ্রেব এক মাস । অশৌচ সময়ে স্নান ও মাংস ভক্ষণ নিষেধ, এবং মাটিতে শয়ন ও উপবেশন বিধেয় ।

আহার্য ।

ভূত্য, কৃষাণ ও ক্ষৌবিকাব প্রদত্ত আহার্য গ্রহণীয়; কিন্তু নপুংসক, রক্ষক, সূত্রধর, ক্লপণ, বৈদ্য ও মুণ্ডশিব প্রদত্ত আহার্য গ্রহণীয় নহে । মেঘ ও উল্টেব ছন্দ, যাহাদেব পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল আছে কি দুই সাব দাঁত আছে, যাহাবা লোমশ, যাহাবা লোমশূন্য, তাহাদের মাংস অভক্ষ্য । সজারু, স্বাবিড়, গণ্ডার ও কচ্ছপ ভক্ষ্য, প্লব, হংস ও সাবস, গৃহশূকব ও কুক্কটমাংস, ছত্রাক, এবং পলাণ্ডু অভক্ষ্য ।

বিধি ব্যবস্থা ।

ব্রাহ্মণ বা রাজাকে হত্যা করিয়াছে, শূদ্রেব যাজন করিয়াছে, অপাত্রে বেদ রহস্য প্রকাশ করিয়াছে, নিম্নতম ব্যক্তির সংসর্গ করিয়াছে, এমন পিতাকে পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, রীতিমত তাহার শ্রাদ্ধ করিবে । ব্রহ্ম-হত্যা, গুরুপত্নী গমন, মদ্যপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণ চুরী করিলে পতিত হয় ।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও গুরুনিন্দা মহাপাতক । ব্রহ্মহত্যা কবিলে দ্বাদশ বৎসব, ক্ষত্রিয় হত্যায় ছয় বৎসব, বৈশ্য হত্যায় তিন বৎসব, এবং শূদ্র হত্যায় এক বৎসব অতিক্রম্ সাধন কবিবে । গোহত্যা, আর বৈশ্য হত্যা সমান । ভেক ও ইন্দুরাদি বধ কবিলে পাপ হয়, কিন্তু বাবনারী হত্যা কবিলে কোন পাপ নাই । মদ্যপানের প্রাযশ্চিত্ত নাই । যে স্ত্রী নিম্নতর জাতীয়েব সহিত ব্যভিচার কবিবে, তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবে । সূর্য্যোদয়ের সময় নিদ্রিত থাকিলে, সমস্ত দিন উপবাস করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে । এবং সূর্য্যাস্তের সময় নিদ্রিত থাকিলে, সমস্ত বাজি ঐকপ কবিবে । অথাদ্য ভোজন কবিলে, তিন দিন উপবাস কবিবে ।

শ্রীক্ষীবোদচন্দ্র বায় চৌধুরী, এম. এ ।

সাম্য ও অমুপাত ।

কিছু দিন হইল এ দেশেব একদল লেখক সাম্যবাদের বিকল্পে আপনাদিগেব লেখনী চালনা কবিত্তে আবস্ত কবিয়াছেন । ইহঁরা বলেন, সাম্য কবিব কলনায় বা বাতুলেব বাতুলতায় তিষ্ঠিত্তে পাবে, কিন্তু বাস্তব জীবনে, সংসাবেব দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে সাম্যবাদ ঘটিতে পাবে না । বৈষম্য-পূর্ণ সংসারে সাম্য স্থাপনেব চেষ্টা আর শূন্যমার্গে মনোহব অট্টালিকা নির্মাণেব চেষ্টা—উভয়ই সমান, উভয়ই পণ্ডশ্রম । ইহঁরা অমুপাতবাদী ।

বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক সদা সৰ্ব্বত্র সাম্যবিবোধীগণ সাম্যবাদের একটা কল্পিত ব্যাখ্যা গ্রহণ কবিয়া তাহাঁর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন । সাম্যবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলে, অথবা বুঝিতে পারিয়া তাহা সরল ভাবে স্বীকার করিয়া নিলে, তাহাঁর বিকল্পে আর যাহা কিছু দাঁড় করান যাউক না কেন, একটা অমুপাতবাদ দাঁড় করান যায় না, ইহা স্থির নিশ্চিত । একটু তলাইয়া দেখিলে অমুপাতবাদের যদি কোনও সদর্থ থাকে, তাহাঁর সঙ্গে যে সাম্যবাদের বড় একটা বিরোধ নাই ইহা সহজেই দেখা যাইবে ।

সাম্য কাহাকে বলি ? সাম্য অর্থ এ নহে যে মনুষ্যমাত্রেরই সমশক্তি সম্পন্ন । কালিদাস, শেক্সপীৰ, দাস্তে এবং তুমি আমি, বায়ু শ্রাম সকলেই ক্ষমতাসে অথবা প্রতিভাতে সমান, সাম্যবাদী এ অদ্ভুত কথা বলেন না । তিনি কেবল এইমাত্র বলেন,—মানুষ মাত্রেরই অধিকার সমান । মানব-সমাজে জাতিভেদে বা জন্মভেদে অধিকার ভেদ থাকা অশ্রায় ও অর্থো-ক্তিক ।)*

অনুপাতবাদী কি বলেন ? অনুপাতের যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহা এই যে, যাহাব যেকপ শক্তি তাহাব সেকপ অধিকার হইবে । অথবা গণিতের ভাষায়—

রামের শক্তি . শ্রামের শক্তি রা-ব অধিকার : শ্রা-ব অধিকার ।

এই অনুপাতের দুইটী ব্যাখ্যা হইতে পারে ।

(১) বাম শ্রাম অপেক্ষা বলবান, অতএব বামের শ্রামকে প্রহাব কবিবাব অধিকার আছে । পূবষ জীলোক অপেক্ষা বলবান, অতএব তাহাব এক পত্নী বর্তমানে অপব পাচটা বৈদ ও অবৈদ । দ্বী রশ —বিবাব অধিকার আছে ; আব বমণী অবলা অতএব স্বামীব মৃত্যুতে (স্বেচ্ছায হউক, অনিচ্ছায হউক, ব্রহ্মচাৰিণী হইবা হিন্দুকুলেব ধর্ম বক্ষা কবিবে ।

* মানব স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাপত্রে এবং তৎপরে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফরাসী জাতীয় সমিতির (National Assembly) মানবের অধিকার স্বকীয় অনুশাসন পত্রে (Grand Declaration of the rights of men and of citizens) আধুনিক সাম্যবাদীদিগের মত অতি বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রথমোক্ত দলিলে লিখিত আছে —

“We hold these truths to be self-evident—that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that these are life, liberty and the pursuits of happiness, ইত্যাদি ।—

ফরাসী অনুশাসন পত্রে আরো বিশদ ভাষায় এই মত প্রচারিত হইয়াছে —

The representatives of the people of France, formed into a National Assembly, considering that ignorance, neglect, or contempt of human rights are the sole causes of public misfortunes and corruptions of Government, having resolved to set forth in a solemn declaration, those natural imprescriptible and unalienable rights—* * recognise and declare in the presence of the Supreme Being and with the hope of His blessing and favour the following sacred rights of men, and of citizens —

1 Men are born and always continue free and equal in respect of their rights Civil distinctions, therefore, can only be founded upon public utility.

Equal in respect of their rights—অধিকার সম্বন্ধে মানুষ মাত্রেরই সমান—ইহাই

ইংরাজ বাঙ্গালী অপেক্ষা সবল অতএব তাহাব জন্ত ভাবতের ক্ষীণ-সব নবনীত টেবিলে স্পৰ্শবিপাটীকপে সজ্জিত থাকিবে, আব বাঙ্গালীৰ জন্ত কোথাওবা বুটের অগ্রভাগ, কোথাওবা কিলটা ঘুসিটা, আব কোথাওবা কাঁকড় প্রস্তুত থাকিবে। অনুপাতবাদী দেশহিতৈষী ;—সাহেব বাঙ্গালীৰ মধ্যে তাঁহাব অনুপাতবাদটা ঘাটাইলে তত ভাল লাগিবে কি ?

অনুপাতবাদেব এই অর্থ হইলে, তাহাকে যে সাম্যবাদেব বিকল্পে সহজে দাঁড় কবান যাইতে পারে, ইহা আমবা মুক্তকণ্ঠে স্বীকাৰ কৰি। কিন্তু তাহা হইলে অনুপাতবাদীকেও ইহা মানিয়া নিতে হইবে যে জগতের আদি হইতে আজ পর্যন্ত মানুষ মানুষেব উপৰ যেখানে যত অত্যাচার কৰিযাছে তৎসমুদায়ই গ্রাযসঙ্গত। আব আজিও পৃথিবীৰ যেখানে যত অত্যাচার হইতেছে, কুলীবমণীৰ সতীত্ব হরণ কৰিযা ছুঁয়া ওষেবেব বিচাবে মুক্তিলাভ হইতে, কৃষিযাব মুক প্রজাবন্দেব উপৰ জাবেব ছুৰ্ক্ষিসহ অত্যাচার, সকলই গ্রাযসঙ্গত। জোব যাব মূলুক তাব—Survival of the fittest—এই অনুপাতবাদেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও চলিতে পাবে। তবে ছুঃখ এ, এই বীভৎস অনুপাতবাদকে সাম্যেব বিপক্ষে দাঁড় কৰাইলে সন্দেহাব সাম্যেৰ শক্তি ও তেজ হ্রাস না হইযা বৰং বৃদ্ধিই হইবে।

(২) কিন্তু অনুপাতবাদেব ভিতবে এতদপেক্ষা সমধিক যুক্তিসঙ্গত একটা অর্থও থাকিতে পাবে। সেটাই এই যে, যে ব্যক্তি সে অধিকাৰ ভোগ কৰিযাব উপযুক্ত সে সেই অধিকাৰ ভোগ কৰিবে। অনুপাতবাদেব এই অর্থই সদৰ্থ হইলে, তাহাব সঙ্গে সাম্যেব বড় একটা বিবোধ থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক অধিকাৰেব সঙ্গে কতকগুলি কর্তব্য বাধা আছে। এই সকল কর্তব্যেব গুরুত্ব অনুযায়ী অধিকাৰেব তারতম্য ঘটয়া থাকে। যে অধিকাৰ যত বড়, তাহাব পশ্চাৎবদ্ধ কর্তব্য বাশি তত ভাবি। যে অধিকার সংলগ্ন কর্তব্যরাশি সাধন কৰিযাব আমাব ক্ষমতা আছে, আমি সে অধিকার ভোগ কৰিব; আব যে অধিকাৰ সংলগ্ন কর্তব্য-রাশি পালন কৰিযাব তোমাৰ সামর্থ্য আছে, তুমি সে অধিকাৰ ভোগ প্রকৃত সাম্যবাদ। মার্কিন দলিলে All men are created equal—তাহার অর্থও equal in respect of their rights.

(২) নবজীবন সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিধবা বিবাহ প্রস্তাবে অনুপাত-বাদেব এই পবিত্র ব্যাখ্যায় আশ্চর্য পাওয়া যায়।

করিবে। ইহা অতি সহজ কথা। এইরূপ হওয়াইতো উচিত। সাম্য-বাদী ইহাব বিরোধী নন।

যাহাব যেকপ শক্তি তাহাব অধিকাব সেকপ হইবে। বেশ কথা! কিন্তু কাহাব কিরূপ শক্তি আছে, তাহা জানিব কেমন কবিয়া? ইহাব একটা মাত্র উপায় আছে—পরীক্ষা। যে, যে শক্তির পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য হইবে, সেই সেই শক্তির অনুযায়ী অধিকার লাভ করিবে।

আর একটা কথা। অধিকাব মাত্রই শক্তি অনুযায়ী হওয়া কর্তব্য, অনুপাতবাদ একপা বলে। স্তব্ধাং অনুপাত-বাদী ইহাও বলিতে বাধ্য যে, শক্তিব পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া কাহাকেও কোনও অধিকার দেওয়া যাইবে না। অথবা কেবল প্রতিযোগীতা দ্বাবাই সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাজ-নৈতিক অধিকার লভ্য। অতএব সকল প্রকারের অধিকার লাভের জন্য মানুষ মাত্রেই চেষ্টা করিবার অধিকার আছে। আপনার শক্তি কি এবং কত ইহা প্রমাণ করিবার অধিকার সকলেরই সমান। এই স্থলেই সাম্য ও অনুপাত এক হইয়া গেল।

(সাম্য শক্তিগত অধিকারের বিরোধী নহে। তাহার বিরোধী জন্মগত অধিকারের সঙ্গে। তুমি রাজপুত্র বাজাবগৃহে স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে ভূমিষ্ট হইয়াছ, কিন্তু ইহাতে তোমার নিজের বাহাদুরী কিছুই নাই এবং তদ্বারা যে তোমার রাজনৈতিক মৈদা অপর সাধারণ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর হইবে, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, অতএবই যে তুমি শূদ্র পুত্র অপেক্ষা অধিক জ্ঞানার্জনক্ষম ও ধর্মপিপাসু হইবে, ইহাব কোন অর্থ নাই। জন্ম নিবন্ধন কেহ কাহারও শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হইতে পারে না। জীবন সংগ্রামে যে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিবে, সেই শ্রেষ্ঠ। এবং আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার অধিকার ও সামাজিক সুর্যোগ সকলের সমান থাকা কর্তব্য। সাম্যবাদী কেবল ইহাই চান। তুমি বাজা, বা ব্রাহ্মণ অতএব সমাজ যে তোমার হস্তে মার্টিনী হেনরী বন্দুক দিয়া তোমাকে বর্ষ চর্ম্ম পরিহিত করাইয়া জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রেরণ করিবে, আর আমি দুঃখী প্রজা অথবা নিপীড়িত শূদ্রসন্তান, আমার হস্তে যে ভজপ্রবণ কৃশকায় ঘুনেধরা বংশ যষ্টি খণ্ড প্রদান করিবে, ইহা অগ্রায়। সাম্যবাদ ইহারই প্রতিবাদ করে।)

কিন্তু জন্মগত অধিকারের স্বপক্ষে আজি কালি একটা নূতন উকীল

নাড় করান হয়, সেটা বৈজিকত্ব। বৈজিকত্বে যে সত্য নাই তাহা নহে। পিতা মাতার দোষগুণ যে অস্বাধিক পরিমাণে সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহাও ঠিক, বৈজিক দোষগুণ যে পবিমাণে শবীবে সংক্রামিত হয়, সে পবিমাণে মনে সংক্রামিত হয় না। যে পবিমাণে নিম্নতর শ্রেণীর জীবে সংক্রামিত হয়, সে পরিমাণে উচ্চতর শ্রেণীর জীবে হয় না। পশু পক্ষীতে যে পরিমাণে হয় মাছুয়ে সে পবিমাণে হয় না।

বৈজিক তত্ত্বানুসন্ধানী বিজ্ঞানবিদগণ, পশু পক্ষীর জীবনে বৈজিক তত্ত্বের সত্যসমূহ প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তাহা হইতে মনুষ্যের উপর সেই সকল সত্য খাটাইয়া থাকেন। পশুপক্ষীগণের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট বাজেই উৎকৃষ্ট শাবক উৎপন্ন হয়, ইহা কে না জানেন? কিন্তু পশু পক্ষীতে যে পবিমাণে বৈজিক দোষগুণ সংক্রামিত হইতে পারে মনুষ্য সন্তানে যে সে পবিমাণে হইতে পারে না, ইহা সাধারণতঃ বৈজিক বাদীগণ অনুধাবন কবিয়া দেখেন না। মানব শবীবের গঠন ৫ ক পক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তব গঠন অপেক্ষা অনেক জটিল। তাহাতে আবার মাছুয়ের মানসিক অবস্থাদি দ্বারা তাহার শরীরের বিকাশ কাণ্ড বহুল পবিমাণে নিয়মিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। পশু পক্ষী-দিগকে উপযুক্ত আশ্রয় দিলেই তাহারা পুষ্ট হইয়া উঠে। মাছুয়ের কি তাহা হয়? পুত্র শোকাহুয়া মাতা, অথবা পতিবিয়োগ-বিধুবা পত্নীকে সকল প্রকারের পুষ্টিকর খাদ্য গলাধঃ কবাইলেও যতদিন মনোব যাতনা না দূর হইয়াছে, ততদিন তাহাদের শরীর পুষ্ট কবে কাহার সাধ্য? মাছুয় কেবল রক্তমাংসের পিণ্ড নহে, তাহার হৃদয় আছে, তাহার মন আছে, তাহার প্রকৃতির একটা অতীন্দ্রিয় দিক আছে। এই অতীন্দ্রিয় দিকের উপর কত প্রকার অতীন্দ্রিয় ও অননুভূত শক্তিরশি ভূমিষ্ট হইবা মাত্র, অথবা তাহারও পূর্বে জড়ায় গর্তে বীজ নিহিত হইবা মাত্রই তাহার উপর কার্য্য কবিত্তে আবস্ত কবে, তাহার ঠিকানা করিতে পারে কে? তাহার পরিবাবের জীবনী, তাহার দেশের ইতিহাস, তাহার শৈশবের শিক্ষা, তাহার সমাজের নৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম বিষয়ক মত, বিশ্বাস, শাসন প্রণালী প্রভৃতি দ্বারা তাহার শরীর মনের বিকাশ কার্য্য সত্যত পরিমিত ও পরিচালিত হইয়া

ধাকে । এ অবস্থায় মানব প্রকৃতির উপব বীজের আধিপত্য অতি যৎসামান্য । বস্তুত এসংসাবে ধার্মিকের অধাশ্মিক পুত্র, জ্ঞানিব মূর্থ সন্তান ও বীবেব ঔবেসে-কাপুকেষেব জন্ম—এ সকল দৃষ্টান্তও বিবল নহে । এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও বৈজিক তত্ত্বেব স্বক্কে জাতি ভেদে অধিকাব ভেদ সমর্থনেব ভার অর্পণ কবা যুক্তি সঙ্গত নহে । বস্তুত প্রভু-সন্তান এবং দাস-শিশু, ব্রাহ্মণ-কুমার ও শূদ্র-তনয় এবং ইংবাজ-বালক ও বাঙ্গালী বালকেব মধ্যে আমরা আপাততঃ যে সকল বৈসাদৃশ্য দেখিয়া থাকি তাহা বৈজিক তাবতম্য নিবন্ধন ঘটে না । কিঙ্ক শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থাদিব বৈসাদৃশ্যেব ফল মাত্র । অতএব নিরুপ্ত প্রাণী মণ্ডলীব উপব বৈজিকতত্ত্বেব যতই কেন আধিপত্য থাকুক না মনুষ্য সমাজে বৈজিব তত্ত্ব সহাযে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী জাতি, বা পবিবাবেব মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত বৈষম্য সিদ্ধান্ত কবিত্তে পাবা যায় না । স্মৃতবাং উচ্চ বংশ অথবা শ্রেষ্ঠতব জাতিতে জন্ম গ্রহণ কবিলেই যে কেহ উচ্চতব অধিকাবে উপযুক্ত হইবে, ইহা বিনা প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্বীকাব করিয়া লওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে ।

অতএব কি অনুপাত বাদ, ক তাহাব পৃষ্ট পূবক বৈশিষ্ট্য তত্ত্ব বিছুই সাম্যেব বিরুদ্ধে বৈষম্যেব যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না ।

বাঙ্গলাব অনুপাত-বাদীগণ সাম্যেব বিরুদ্ধে আব একটা যুক্তি দিতে আশস্ত কবিযাছেন—সেটা আজ পথ্যস্ত জগতে কোথাও পূর্ণ সাম্য সংস্থাপিত হব নাই, অতএব সাম্য অসম্ভাবিত, কল্পনা মাত্র । এই যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য বাক্যব্যয় করা নিম্প্রয়োজন । চিন্তাশীল স্নলেখক বলিয়া যাহাবা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদেব মুখেও একপ যুক্তি আমাদের কাছে

* There is a stage in the growth of every organism in which it cannot be told, except by the environment, whether the animal that is to be will be a fish or reptile, monkey or man. And so with the new born infant; whether the mind that is yet to awaken to consciousness and power is to be English or German, American or Chinese—the mind of a civilized man or the mind of a savage—depends entirely on the social environment in which it is placed.”—Henry George.—সচরাচর বৈজিক তত্ত্ববাদীগণ বীজতত্ত্বে যে সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য ঘটয়া থাকে মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা কেবল এই সকল Social environment এর ফল মাত্র । এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিতে চাহিলে পাঠক Henry George এর Progress and Poverty নামক সুন্দর পুস্তকে ৩৯৫ পৃষ্ঠায় Difference of Civilization to what due—শীর্ষক প্রস্তাবটি দেখুন ।

ওনিতে হইতেছে, ইহাই পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। উরুপায় সাম্য স্থাপিত হয় নাই—উরুপায় সমাজে ঘোর বৈষম্য আছে, অমুপাত-বাদী ভাবতের জাতি ভেদেব পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া বার বার এ কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু উরুপায় পূর্ণ সাম্য স্থাপিত হইয়াছে কে বলিল? আব উরুপায় যাহা নাই তাহাই কি অপদার্থ? শত বৎসর পূর্বে যাহা মানুষ করনাও করিতে পাবিত না, তাহাও তো আজ বাস্তব জীবনে প্রতি নিয়ত ঘটিতেছে, তবে আজ যাহা মানব সমাজে নাই, তাহা যে শত সহস্র বা লক্ষ বৎসর পবে হইবে না তাহা কে বলিতে পাবে?

ভারতে মহাদেব শাক্য সিংহ স্বর্ণ সিংহাসন হইতে পথেব ভিকারী হইয়া, ইহুদাদেশে মহানুনি ঈশা আপনাব জীবন বিসর্জন দিয়া, এবং আধুনিক উরুপায় ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবর্গ আপনাদিগেব প্রিয়তম মাতৃ ভূমিকে স্বদেশীয়েব রক্তশ্রোতে ভাসাইয়া দিয়া যে মহাদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন; যে মহামন্ত্র প্রভাবে শূদ্রের বহু শতাব্দীর দাসত্ব শৃঙ্খল মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া ভাবতের চাবি বর্ণ একাকার হইয়াছিল, যাহার প্রত্যাপে স্বৈচ্ছাচাবী রাজা রাজসিংহাসনে ও অত্যাচারী পুৰোহিত দেবমন্দিরে যুগপৎ কাঁপিয়া উঠিয়াছে, যাহাব বলে দুর্বল অসহায় মৃত-প্রায় নবনাবী আপনাদিগেব স্বত স্বাধীনতা ও অধিকার পুনঃপ্রহণের জন্য সিংহদর্পে জনসমাজকে আমূল কাঁপাইয়া দিয়াছে, সেই মহাদর্শ, সেই মহামন্ত্র, সেই সাম্যবাদ মিথ্যা করনা! বাতুলেব বাতুলতা!—কথাটা বড় ধুঁট। সমগ্র মানবেতিহাসের শিক্ষাকে যাহাবা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাহাদের যত কেন চিন্তাশীলতা ও বহুদর্শিতাব সূখ্যাতি থাকুক না, তাঁহাদিগকে ধুঁট না বলিয়া আর কি বলিব? কিন্তু এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালি পাঠকের সমক্ষে আমাদিগকে আবার সাম্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবাব জন্ত লেখনি ধারণ করিতে হইতেছে—ইহাই বড় লজ্জা—বড় দুঃখেব কথা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ।

মহাস্রাব সাগরের পূর্বোক্ত মতন নৃত্য ও করোল, গান্ধীৰ্য্য ও অতলস্পর্শতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাব মনেই বা ঐক্য ভাবের উদ্রেক হয় না কেন ? সাগর তীব্রতীর্ জনপদ সমূহের অধিবাসীদের মধ্যে কয়জন লোককে উক্তরূপ বিশ্ব ও মহত্ত্ব পৰিপূর্ণ হইয়া নিস্পন্দাবস্থায় থাকিতে শুনিয়া থাকি ? ইহাব অর্থ কি ? এ প্রহেলিকাব মূলে কে ?— উত্তর, অভ্যাস ।

তদ্রূপ যখন আমরা কোন পার্শ্বীয় প্রদেশে প্রথম গমন করি, তখনকাব মনের ভাব কি অপূৰ্ণ ! সম্মুখে বিশাল গিবিবর, উল্কে অনন্ত বিস্তীর্ণ গগনমণ্ডল, নিম্নে বহুব পার্শ্বীয় ভূমিখণ্ড—চাবিদিকে নির্জনতা, নিস্তরুতা, শাস্তি ও সৌন্দর্য্য ! সে ভাব বর্ণনা কবা যায় না । পাঠক ! কোণায় তখন তোমাব ঘব বাড়ী, কোণা তোমাব ধন সম্পদ, কোণাবই বা তোমাব স্ত্রী পুত্র, কোণা তোমাব আত্মীয় বন্ধু ? কেবল একাকী, ত্রুষ্ণাওঁব অনন্ততাব মধ্যে কেবল একা । বাত্রে নির্জন গিবি কন্দরে ? কেমন ? ব ! কেমন ভয়-ভীষণ ! কি উন্নত গন্তীব ভাবেব আবাস ! তখন অগ্নিতাবকা-মণ্ডিত মুছ পবন সঞ্চালিত বৃক্ষাবলি পৰিবেষ্টিত, বিজন শৈলোপরি—পাঠক, তুমি একা । একা, না আব কোন অপবিচিত মহাশক্তিমান পুরুষ তোমার সম্মুখানে ? যথার্থই সে বিহ্বল ভাব বর্ণনা তীত । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কয়জন পার্শ্বীয় অধিবাসী ঐ মহাভাবেব আবাদ পায় ? কেন পায় না ?—অভ্যস্ত বলিয়া তাহাদেব নিকট পৰ্ব্বত পৰ্ব্বত বৈ আব কিছুই নহে, আব কোন অভিনব ভাবেব উত্তেজক নহে, আজন্ম কালই পৰ্ব্বত তাহাদেব, ও তাহাবা পৰ্ব্বতেব ।

কিঞ্চিৎ স্থিৰভাবে আলোচনা করিলেই এই শুষ্কতা, বা কঠোবতা, বা দৃষ্টিহীনতা দোষকে কেবল মাত্র সাগরোপকূলবাসীদেরই বা পার্শ্বীয় প্রদেশবাসীদেরই নহে, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে সন্দেহ নাই । মানব মাত্রেই অভ্যাসের দাস । যেমন জড় জগতে তেমনি অন্তর্জগতে । যেমন শরীরকে যাহা অভ্যাস করাইবে তাহাই সহ্য কবিতে সমর্থ হইবে, ঠিক তদ্রূপ যে অবস্থায় মনকে কিছু দিন রাখিবে মন তাহাকেই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি করিবে । বস্তুতঃ আমরাও ঐক্য অভ্যাস বলে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সমূহ প্রতি দিম নয়ন গোচর করি-
তেছি ; অথচ তাহাদের গূঢ় মর্ম্ম বা অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও মহিমা হৃদয়ঙ্গমই

সহস্রাব সাগবেব পূর্কোক্ত মতন নৃত্য ও কল্লোল, গান্ধীৰ্য্য ও অতলস্পর্শতা প্রত্যক্ষ কৰিষাছেন, তথাপি তাঁহাব মনেই বা ঐক্লপ ভাবেব উদ্বেক হয় না কেন ? সাগব তীববত্তী জনপদ সমূহেব অধিবাসীদেব মধ্যে কয়জন লোককে উক্তক্লপ বিশ্বব ও মহহে পৰিপূৰ্ণ হইয়া নিস্পন্দাবস্থায় থাকিতে শূনিয়া থাকি ? ইহাব অর্থ কি ? এ প্রহেলিকাৰ মূলে কে ?—উত্তৰ, অভ্যাস ।

তদ্রূপ যখন আমবা কোন পার্কীয় প্রদেশে প্রথম গমন কৰি, তখনকাৰ মনেব ভাব কি অপূৰ্ণ । সম্মুখে বিশাল গিৰিবব, উৰ্দ্ধে অনন্ত বিস্তীৰ্ণ গগণমণ্ডল, নিম্নে বহুব পার্কীয় ভূমিখণ্ড—চাৰিদিকে নিৰ্জনতা, নিস্তৰ্জতা, শান্তি ও সৌন্দৰ্য্য । সে ভাব বৰ্ণনা কৰা যায় না । পাঠক । কোথায় তখন তোমাৰ ঘব বাড়ী, কোথা তোমাৰ ধন সম্পদ, কোথায়ই বা তোমাৰ স্ত্রী পুত্র, কোথা তোমাৰ আত্মীয় বন্ধু ? কেবল একাকী, ব্রহ্মাণ্ডেব অনন্ততাৰ মধ্যে কেবল একা । বাত্রে নিৰ্জন গিৰি কন্দেব ? কেমন ? ব । কেমন ভয়-ভীষণ ! কি উন্নত গন্তীৰ ভাবেব আবাস ! তখন অধিতাৰকা-মণ্ডিত মৃদু পবন সঞ্চালিত বৃক্ষাবলি পৰিবেষ্টিত, বিজন শৈলোপৰি—পাঠক, তুমি একা । একা, না আব কোন অপৰিচিত মহাশক্তিমান পুৰুষ তোমাৰ সম্মুখানে ? যথার্থই সে বিহ্বল ভাব বৰ্ণনা কৰিত । কিন্তু জিজ্ঞাসা কৰি—কয়জন পার্কীয় অধিবাসী ঐ মহাভাবেব আত্মদ পায় ? কেন পায় না ?—অভ্যন্ত বলিয়া তাহাদেব নিকট পৰ্কত পৰ্কত বৈ আব কিছুই নহে, আব কোন অভিনব ভাবেব উত্তেজক নহে, আজন্ম কালই পৰ্কত তাহাদেব, ও তাহাবা পৰ্কতেব ।

কিঞ্চিৎ স্থিৰভাবে আলোচনা কৰিলেই এই গুৰুতা, বা কঠোৰতা, বা দৃষ্টিহীনতা দোষকে কেবল মাত্র সাগরোপকূলবাসীদেবই বা পার্কীয় প্রদেশবাসীদেবই নহে, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে সন্দেহ নাই । মানব মাত্রেই অভ্যাসেৰ দাস । যেমন জড় জগতে তেমনি অন্তর্জগতে । যেমন শরীরকে যাহা অভ্যাস কৰাইবে তাহাই সহ্য কৰিতে সমর্থ হইবে, ঠিক তদ্রূপ যে অবস্থায় মনকে কিছু দিন রাখিবে মন তাহাকেই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি কৰিবে । বস্তুতঃ আমরাও ঐক্লপ অভ্যাস বলে কৃত আশ্চৰ্য্য আশ্চৰ্য্য বিষয় সমূহ প্রতি দিন নয়ন গোচৰ কৰিতেছি ; অথচ তাহাদেৰ গূঢ় মৰ্ম্ম বা অন্তৰ্নিহিত সৌন্দৰ্য্য ও মহিমা হৃদয়ঙ্গমই

কবিতা সমর্থ হই না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, সূর্য্যোদয় প্রাকৃতিক সৌভা ও সৌন্দর্য্যের এক অতীব উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সমস্ত বাত্মিব অন্ধকারেব পব যখন পূর্বাকাশ বিদীর্ণ কবিয়া সোণার দিনমণি হাসিমুখে দেখা দিতে থাকেন, যখন মেঘমালা ধীবে ধীবে পূর্বাধাবে অগ্রসব হইয়া তাঁহাব অভ্যর্থনাব জন্ত উপস্থিত হয় ও উজ্জ্বল কান্তিতে স্নশোভিত হইয়া জগতে তদাগমন বার্জা প্রচাব কবে, যখন চারিদিকেব ঘোব নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কবিয়া ছু একটা পক্ষী কুলায় মধ্যে বসিয়া মধুব সঙ্গীত লহবী উথিত কবিতা থাকে ও স্নদূব পর্য্যন্ত সেই স্নবেব তব্দে প্রতিশব্দিত কবিয়া তুলে, যখন এক এক কবিয়া তাবকাণ্ডলি নিবিয়া আসে ও আকাশ বাজ্যেব নীলিমা অন্ধুণ বাগিয়া বিঘাদে মলিনতব হয় ও অচিবে সর্কশেষ জ্যোতিবিন্দুও তিবোহিত হইয়া যায়,—সেই শোভাব নিকপমণি, সৌন্দর্য্যনিলায সূর্য্যোদয় যে অতুল ভাবময ও অগাধ গাভীর্ঘ্য-পূর্ণ তাহা কে অস্বীকার কবিবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কয জন আমবা এতাদৃশ বিশাল ব্রহ্মবেদ প্রতিদিন অধ্যযন কবি? কয হু বৎসবেব মধ্যে একটা দিনও পবিত্র হৃদযে সবল প্রাণে এই মনোহব দৃশ্য প্রতিবিম্ব সন্দর্শন কবিয়া জীবন সার্থক কবেন? কয জন?—কেন একপ হয়?—উত্তব, অভ্যাস।

কেবল কি সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত? সমতলবাসী সর্কসাধারণ জনগণেব হৃদযোদ্দীপক, ভাবপ্রসূ শত শত, সহস্র সহস্র দৃশ্যেই দিবানিশি পবিবৃত হইয়া বহিয়াছি। বস্ততই যে দিকেই দৃষ্টি কবি, যে শব্দই শ্রবণ কবি, যাহা কিছু আমাদেব সহিত সম্বন্ধ,—সে সমস্তই চিরনূতন, অদ্ভুত, আশ্চর্য্য এবং অশেষ কল্যাণকব অচিস্তভাবেব প্রসবণস্বরূপ। গগণ-মেদিনী সূধাময় হাত্তের তরঙ্গে প্লাবিত কবিয়া যখন পূর্ণশশী মস্তকোপরি বিবাজ কবে, নব নব পত্রাবলিতে স্নশোভিত হইয়া তরুরাজি যখন প্রকৃতির মোহিনী বেশ-ভূষা প্রদর্শন করে, স্নন্দব স্নন্দব পুষ্পের মালা পরিয়া বৃক্ষলতা যখন সরল হাসির ছটায় বায়ু-মণ্ডলকে আলোকিত করে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শ্রামল ভূষণোভা যখন স্নম্মিঞ্চ আভায় নয়নকে আকর্ষণ কবে ও বহুমূল্য শয্যায় বিভ্রম জন্মাইয়া দেয়, পক্ষীগণ যখন সায়ংকালে বৃক্ষে বৃক্ষে, তটে তটে, ও উড়িয়া উড়িয়া গান করিতে থাকে,—আর কে তাহা, কেন আছে, কেন উড়ে, কেন ডাকে—এই সব প্রশ্নের উত্তব না পাইয়া পাগল-প্রাণ কবি

যখন নিম্পন্দ ভূমিশ্যার দেহপাতন করিয়া অচেতন প্রায় হইয়া থাকেন ; শীতের শৈত্য, প্রাবিটেব অবিরল ধারার বরিষণ, নিদাঘেব অসহ্য উত্তাপ,—ইত্যাদি—ইত্যাদি—এ সমস্তই কি এক এক অচিস্ত্য আশ্চর্য ঘটনা নহে ? চিরন্তন, অদ্ভুত, অবর্ণনীয় । বস্তুতঃই We live in the midst of perpetual miracles অথচ আমরা কি তজ্জপ অনুভব করি ? সর্বদা কবা দূবে থাকুক, কখন অনুভব কবিতে পাবিষাছেন একপ লোকই বা কয় জন আছেন ? যাহাবা আছেন তাঁহাবা ধন্ত । আব সকলে পাবি না কেন ? —উত্তর, অভ্যস্ত হইবাছি বলিষা ।

আবও কথা আছে ।—এই যে আমাদের দেশেব লোক এতকাল ব্যাপিয়া কুসংস্কার ও উপধর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া জীবনপাত কবিতেছে ; আমরা দেই দেশের পূজনীয় ঋষিবা যে সকল অমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ কবিষা গিয়াছেন যাহাদের মর্ম্ম ও যাহাদের নিগূঢ় তত্ত্বেব কিঙ্কিমাাত্র আভাস পাইয়াই পাশ্চাত্য দেশ সমূহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ মোহিত ও বিস্ময় গবে নিমগ্ন হইতেছেন, সেই সমস্ত মহামূল্য ধর্ম্মোপদেশ অবহেলা কবিষা গবতীয় জন সাধাবণ যে বৃথা কতকগুলো বাহ্যভূষণ ও গোলমাল লইয়া আপনাদের জীবনের সার ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইতেছে ও হ্রলভ মনুষ্য জন্ম বিফলে কাটাইয়া আসিতেছে ইহাব মূলে কি ? এমন কি, বিদ্যাবুদ্ধিবলে যাহাবা আজ কাল আমাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীব লোক, শিক্ষিত সমাজের অগ্রণী, তাঁহাবাও সেই প্রাচীন শৃঙ্খল মোচন কবিতে সমর্থ হইতেছেন না । প্রবন্ধ লিখিবাব সময়ে যাহাবা প্রশস্ত উদার হৃদয়ে বাল্য বিবাহের বিষময় ফল প্রচার করেন, কার্যকালে নিজের বালিকা কস্তাকে বিবাহ দিতে তাঁহাবাও সঙ্কুচিত হন না ;—বস্ত্ত্যর সময় উচ্চকণ্ঠে বিধবা বিবাহের জ্ঞপ গরিমা প্রকাশ কবিষাও যে কত খ্যাতনামা অশিক্ষিত বক্তা-উক্ত সাধু ব্রত জীবনে পালন কবিতে পারেন না ;—মুখে, কলমে ও কাজে আমাদের যে এত বিষম প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে ;—উন্নত, উদার শিক্ষার গুণেও যে আমাদের হৃদয় ঐ প্রাচীন শৃঙ্খলের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভে সক্ষম হইতেছে না ;—ইহার কারণ কি ? উত্তর —অভ্যাস, স্মরণীয়কালের অভ্যাসে ঐ সমস্ত কুপ্রথা ও কুসংস্কার আমাদের মনের রক্ত মাংস হইয়া পড়িয়াছে ।

আবার দেখুন, যে স্বাধীনতা জীব মাত্রেই পরম প্রিয়তম ধন, যাহার

মুহূর্ত্তের অভাবে ইতর প্রাণীবা পর্য্যন্ত অধীৰ হইয়া পড়ে, জীবনের সকল কল্যা-
নের নিদান, সকল স্মৃতিব মূল সেই স্বাধীনতা-ধন হাবাইয়া আমাদের
দেশেব স্বীকৃতি সামাজিক নিষ্ঠুর প্রথা সমূহেব স্মৃদুচ পিঞ্জব মধ্যে কেমন
নিশ্চিন্ত ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন ! স্বর্গেব হবিগীরা যেন ভুলিয়াই
গিয়াছেন যে, তাঁহাবা কোথাকাব অধিবাসী কাহাব সন্ততি ও তাঁহাদেব মঙ্গল-
দায়িনী জীবন স্রোতস্বিনীব গতি বোন্ মহাসাগবেব অভিমুখে ! ঐ যে
কুলিন কামিনী চিবদিন অপবেব সংসাৰে পবিচারিকাৰং দিন যাপন কবি-
তেছেন, তাঁহাব দুঃখময় জীবনে কেবলই বিধাতাব প্রতি অনুযোগ, তন্নিম্ন
অন্ত কোন অসন্তোষ বা অপ্রিয় ভাব-কামিন্যাব লেশমাত্র লক্ষিত হয় না,
তাঁহাব বিজন মুহূর্ত্তেব সূদীৰ্ঘ প্রশ্বাস বায় স্বর্গাধিপতিব চৰণ প্রান্তে বৈ ভ্রমেও
নিজ স্বামীব অভিমুখে বা সনাজপতিদেব দিকে প্রেবিত হয় না ; শত কষ্টেব
মধ্যেও তিনি প্রাণপতিব প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া দুবে থাকুক বং কন্ধিন
কালে একদিনেব তবে তাঁহাব চৰণ সেবা কবিত্তে পাইলেও আপনাকে
সৌভাগ্যবতী জ্ঞানে আনন্দে পুণিকিত হন এবং পূৰ্ব্বজন্মকৃত দুঃখি ব ফল
ভোগ বিবেচনায় অমান বদনে অবনত মস্তকে যাবতীয কষ্টে^{বিব} এণা সহ্য
কবেন ও ভবিষ্যতেব দুঃখ দুর্গতি নিবাবণ কামনায় সমস্ত জীবন শুভ
কর্মেব অচুৰ্ত্তানে ও পবোপকাৰেই অতিক্রম কবেন—এ অত্যশ্চর্য্য ঘটনাব
মূলে কে ? উত্তৰ, অভ্যাস । অনেক দিনেব অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব
হইয়া দাঁড়াইযাছে । এই দ্বিতীয় স্বভাব প্রকৃত স্বভাব যেনহে, তাহা
প্রমাণ কবিত্তে আব অধিক কষ্ট পাইতে হয় না, কেন না তাহা হইলে
সৰ্ব দেশেই 'নারী জাতিব স্বভাব ঐরূপ দৃষ্ট হইত । স্মৃতবাং ক্ষণকালেব
জন্ত উক্ত নারীমূৰ্ত্তি কোন ইউরোপীয় স্বাধীনা বমগীব জীবনচ্ছবিব পার্শ্বে
স্থাপন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই উভয়েব মধ্যে কি বিষম প্রভেদ । এই
প্রভেদেব মূলে কে ?—অভ্যাস ।

চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি বিদ্যাই মানবেব ভূষণ স্বরূপ, বিদ্বান্
সৰ্বশুণালঙ্কৃত ও সৰ্বদেশ পূজ্য । অথচ বৰ্ত্তমান সময়ে এই দেশেব
শিক্ষিত সমাজে এই চিব প্রচলিত পরম বাক্যেব একপ ব্যাভিচার দেখি-
তেছি কেন ? কেন আজি শিক্ষিত যুবকদেব অধিকাংশেব রীতি নীতি
এরূপ দূষিত ? কেন তাঁহাদেব জীবনে শিক্ষার মঙ্গল কিরণ প্রতিভাত
হইতে পারে নাই ? কেন ঐ হতভাগ্য যুবক বৃন্দ নীচ ঘৃণিত পাশবা-

চাবে জীবন ক্ষেপ কবিতেই ভালবাসে ও তাহাদের শিক্ষার বিষয়ীভূত সেই সকল মহোচ্চ সত্যকে অবহেলা ও উপহাস করাকেই পুরুষত্ব বিবেচনা করে? যিনি গণিত শাস্ত্রেব কুটিলতব, জটিলতম প্রশ্ন সমূহও অক্রেপে মীমাংসা কবিত্তে সমর্থ, কেন সেই কৃতবিদ্য লক্ষপ্রতিষ্ঠ ও বিবিধ উপাধিবিশিষ্ট দ্ববা পুরুষ ধর্ম নীতি বা সামাজিক অতি সহজ সহজ প্রশ্নেবও মীমাংসা কবিত্তে সমর্থ হন না? মিথ্যা কথা কহা উচিত নয়, মদ্যপান বা বেঙ্গাশক্তি দ্বাৰা মানবান্নাব অধোগতি হয়, এষ্ট সহজ কথা বৃত্তিতে হইলে কেন তাঁহা-দেব মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়? এই বিডম্ভনাব কাবণ কি?—উত্তর, অভ্যাস। যত দিন তাহাবা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ববে, এক দিনেব জ্ঞাত ও ধর্ম বা নীতিবিষয়ক কোন প্রশ্নেব মীমাংসায় তাহাদিকে চিন্তা কবিত্তে হয় না, বাটীতেও এ সকল বিষয়েব বোন প্রশ্ন নাই। স্মৃতবাং এক প্রকাব ওপক্ষে তাহাবা অন্ধ বলিলেই হয়। এ সকল হতভাগ্য যুবক এক দিকেই বন্ধিত হয়, এক পাশ্বেই উন্নতি ববে, অপব এক অত্যা-বীৰ্য দিক অস্পৃষ্ট পড়িয়া থাকে। এই অনভ্যাস বশত:ই, অথবা এইরূপ ৬ শাস্ত্র শিক্ষা অভ্যস্ত হওয়াতেই ইহাদের একপ শোচনীয় হুর্গতি ঘটয়া থাকে। ইহাবা আপনাদের উপার্জিত অকিঞ্চিৎকব গুণ ও নিম্নল জ্ঞানেব অহমিকাতে ক্ষীত হইবা এবং পাশব প্রবৃত্তিব উত্তেজনাব দাস হইবা ঘৃণিতভাবে যৌবনকাল অতিবাহিত কবে ও অবশেষে বোগে শীর্ণ ও ঘোব অনুতাপনলে দগ্ধ হইবা জঘন্ত পাপ জীবনেব অবশিষ্টাংশ বোদ-নেই পর্য্যবসিত করে।—এই সমস্ত মানবান্নাব ধ্বংসেব মূলে কে?—অভ্যাস।

প্রবন্ধ ক্রমে সূদীর্ঘ হইবা পড়িল। যাঁহা হউক, এইটুকু অদ্য আমবা বুঝিলাম, বা এই পুৰাতন জ্ঞান কথাতার পুনবালোচনা কবিত্তে সমর্থ হই-লান যে,—গুণ অভ্যাস মানুষকে ভ্রান্ত করিবা বাণে, সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য, স্মৃথকে অস্মৃক ও কষ্টকে স্মৃথ ভ্রম কবিয়া দিয়া, নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলাইয়া অস্বাভাবিকরূপে তাহাব মনকে গঠিত কবিত্তে পারে। অভ্যাস বলেই এমন কবিত্তপূর্ণ মনোহর জগতেব অধিবাসী হইবাও আমরা গুণ হৃদয়বিহীন কাষ্ঠ বা প্রস্তব খণ্ডবৎ হইবা আছি। অভ্যাস বলেই আমরা এই আশ্চর্য বিশ্বকৌশলের মধ্যে থাকিয়াও মুগ্ধ না হইবা মৃত বজ্রবৎ অহোরাত্র পরিচালিত হইতেছি; আমাদের প্রাণে প্রাণে মিল

কি অদ্ভুত, প্রেমটা কি সুন্দর পদার্থ, এমন অপূর্ণ স্বর্গীয় ধন প্রেম সকলেই কিছু না কিছু পৰিমাণে উপভোগ করিতেছি, অথচ তাহার মর্যাদা অবগত হইতে পারিতেছি না ; কি সুন্দর শিশু-সন্তানের সবল হান্ত-শোভা ! অথচ এই হাসির ছটাব মধ্যে থাকিয়াও আমরা তাহার অর্থ-গ্রহণ কবিতে পারি না । এই জ্যোৎস্নাময় সংসারে আমরা অভ্যাসের দাস হইয়া মোহান্বিত হইয়া অন্ধ হইয়া রহিয়াছি । এই স্নেহের সংসারে আমরা অভ্যাসে অন্ধ হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ কতই না কষ্ট পাই, ঘবেব মধ্যে তাই পব হইয়া রহিয়াছি । স্বার্থে অভ্যস্ত হইয়া দূৰদৃষ্টি ও নির্ভব হাবাইয়াছি ও তাই মঙ্গলময়ব সন্তান হইয়াও তাঁহার গৃহেব চাৰিদিক হাহাকাৰে পূর্ণ করিতেছি । এ অভ্যাসই সৰ্ব্ব মূল্যধার । অভ্যাস ভাল জিনিস ভাল কবিবা দেখিয়া চিনিতে দেব না, ইহাই আবাব মন্দ জিনিসও দেখিয়া ভালরূপে বিচার কবিতে দেব না । জীবনে যত সুশিক্ষা হয় তাহাদের প্রত্যেকটাব আদিতে অভ্যাস, আবাব অপব দিকে ইহাই ভবিষ্যতের পথে কণ্টক স্থাপন ববে । এজন্ত অভ্যাস কবাব পূর্বে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যিক । মাহু-ষকে পশু ও দেবতা উভয়ই কবিতে পাবে যে শক্তি, তাহাকে য বোনাস্তি সাবধানতাব সহিত ঘবে স্থান দেওয়া উচিত । এ পর্যন্ত জগতে যত লোক বাস করিবাছে, কবিতেছে বা কবাবে সকলেই—প্রত্যেকেই এই অভ্যাসের বলে ন্যূনাধিক পৰিমাণে ছোট বা বড় হইয়া গিয়াছেন । জগতের ইতিহাসে তাই দেখি অভ্যাসই রাজা, বাজার রাজা, অতুল ক্ষমতা । রাজা প্রজা, বীব ভীক, জ্ঞানী মূর্ণ, প্রায় সকলেই ইহাব শাসনে মুগ্ধ । তাই বলি অভ্যাসই মোহ । কিরূপে এ মোহেব হাত এড়ান যায় ?

দিন কি এমন হবে !

(বমুনাগহরী-রচয়িতা রচিত)

গীতি-কবিতা ।

দিন কি এমন হবে এ ভাবতে, দিন কি এমন হবে !

গাইবে সবাই, মিলি এক ঠাই, একি গান একি রবে । ধ্রু ।

ভূমি কি সাগরে, শান্তি কি সমরে,
স্বদেশে বিদেশে, স্ববশেতে ঘূবে,
তুলিয়া গলা রে, গাবে বলভবে
ভাই ভাই যেন সবে ।

দিন কি এমন হবে !!

কুমারী হইতে, হিমাদ্রি লইয়া,
উঠিবে সেতানে, বাশবি বাজিয়া,
উঠিবে হৃদয় মবমে নাচিয়া
শ্রমনি — হব তবে ।

। কি এমন হবে !!

সাগরে সাগরে, ভাঙ্গায়ে তবণী,
গাইবে সাহসে, ধরিয়া ক্ষেপণী,
উঠিবে তুফান, কাঁপায়ে মেদিনী,
গরজি গভীর যবে ।

দিন কি এমন হবে !!

যথাই না যাবে, যে দেশে ঘুরিবে,
এ বন এ গিরি, নয়নে ভাসিবে,
বহিবে লাগিয়া, এ নদী নির্ঝর
সে কাণে মধুর রবে ।

দিন কি এমন হবে !!

চাষিবে চাষিবে, বুনাবে বানায়ে,
মিলি মিশি সবে, আপনাতে রবে,
হাতে হাতে ধরি নাচিবে গাইবে,
তাড়ায়ে যে হৃৎ ভবে ।

দিন কি এমন হবে !!

মোছাবে সবাব চকের কাঁদনা,
ঘুচাবে যার যে ক্ষুধার যাতনা,
এ প্রাণ এ মনে সাধিবে সাধনা ;
বেটে থাকে সমভাবে ।

দিন কি এমন হবে !!

ছুটিবে চৌদিকে, খুঁজিবে খাজিবে,
হুখেব মোচনে উপায় দেখিবে,
কান্ন নাহি হবে, নাহি ভুলি রবে
আপনা স্বদেশ কবে ।

দিন কি এমন হবে !!

আনিবে উঠাই' যা ভাল যে থানে,
ফেলাবে ছুটাই' মন্দ যা স্বধামে
কবি ভব পবিত্রিতে পরিশ্রমে
দল বেঁধে বেঁধে সবে ।

দিন কি এমন হবে !!

পরশিতে কেউ আঙ্গুলের ধারে
উঠিবে জাগিয়া সকল শরীবে,
একের মানিতে সবে মানি ভরে
এক তনু হয়ে রবে ;

তবে সে সেদিন হবে এ ভারতে,
তবে সে দিন হবে ।

গাইবে সবাই কাষেতে কেবল
স্বরে না এ গান যবে ।

দিন কি এমন হবে !!

এ খুঁসি তোমাব যত আজিকার
তোষে না আমারে কভু ;
সুখী না সাজনে শংসয় আসনে
নিগ্রহ সহস্রে প্রভু ।
শিব বন-ঋণ পাগড়ী প্রবীণ
নিবন্ধ পেটে কুড়োল ;
সাজি বন হার ! কি সুখ তাহার
গাঁয়ে ও পাড়ায় মৌল ।
এ জিতা তোমার আজি ব্যতিচার
হলো চাটু গেয়ে গেয়ে ।
কথায় কথায় কৃতজ্ঞতা হায় !
দেও মন কচালিয়ে ।
চকে নাই নীর কাদিয়া অধীব
মাথ কালী শোক ছলে,
একপে সদায় প্রকৃতিবে'হায় ।
বিকৃত কবহ বলে ।
দেখি আজিকার এ দশা তোমার
পায় কি আনন্দে হাসি ;
বিদবয়ে বুক দেখিলে ওমুখ
কুড়োল কুরুপ রাশি ।
তবে এই মন হাসিবে তখন
দেখিবে তোমায় সবে,
হইতে শঙ্কায় গণিত সংখ্যায়
জীবিত বলিয়া যবে ।
তবে সে সেদিন হবে এ ভারতে,
তবে সে সেদিন হবে ।
গাইবে সমাই কাণেতে কেবল,
অঙ্গে নী এ গান যবে ।
দিন কি এমন হবে !!

খুঁসি মন প্রাণে উৎসব কীতনে
পারনা গাইতে গীতি,
বাধা যাও পথে অপমান সাথে.
শাসে চারি পাশে ভীতি ।
আসেনা তোমার কোনও কথার
প্রতীকার কোন কায়ে,
দেখি এ দুর্দশা এত সুখে হাসা
যায় কি সরারে লাজে ?
কি জানি কেমন তব অই মন
আমারে খুঁসী না লাগে ,
তবে যায হাসা যদি এই দশা
যুচে কোন মতে আগে ।

হলো গৃহ বন যুগল শ্রানন
অধিবাসী পশু পা
শশভাণে তার কত চান হায় !
মাঝা যায ক্ষেত রাখি ।
যত চা বাগান নীলের গুদাম
নিধুবন কুঞ্জরাজি,
কুলীর ছাধিনী যুবতী রমণী
গোপিনী তাহাতে আজি !

কথায় কথায় পদাঘাত ঘায়
পেটের গ্লীহা বিদরে ;
কে শুনে তোমারে “উদ্বাহুদ্বারে”
‘লর্ড’ কি ‘কমন্’ ঘরে ?
উঠয়ে কেবল কথার কচাল
চালন। বদলে কেউ ;
তোমার কপালে মাত্ চলো চায়ে
চাপে, চাপে, বিয় ঢেউ ।

নিরখি নিবখি অন্ধ ছুই আঁখি বকি ক্ষয়িগেছে খোঁতা ;	তবে সে সেদিন হবে এ ভাবতে, তবে সে সেদিন হবে ;
কিকারি কি হাসি সবেতে উদাসী আজি এ হৃদয় ভোঁতা ।	গাইবে যখন কায়েতে কেবল সুবে না এ গান সবে ।
উঠে পরকাশি ফুটি হাসি রাশি ভাসি এ স্মৃতে তবে ।	দিন কি এমন হবে ! এভারতে দিন কি এমন হবে !!
বাক্য-সুখ ছাড়ি ডুববে কষ্ট ধবি কাষের সাগরে যবে ।	— শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায়—আগ্রা ।

নিরাকারবাদে কি শান্তি আছে ?

এই প্রশ্নের প্রশ্ন কেবল পৌত্তলিক এবং নরোপাসকদিগের কর্তৃক উত্থাপিত হয়, তাহা নহে; অনেকানেক প্রাচীন এবং যুবক ব্রহ্মবাদীর মুখেও শুনা যায়। ষাণ্ডিক এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনো ভালরূপে হয় নাই, কখনো হইবে কিনা তৎপক্ষেও বহু লোকের মনে গভীর সন্দেহ আছে। এ প্রশ্নের সহজতর আমবা কোথায় পাইব? ব্রাহ্মগণ প্রতি দিন নিত্য উপাসনায় ‘শান্তি: শান্তি: শান্তি:’ বলেন; সমাজে উপাসনা মন্দিরে, গৃহ-কর্ণাঘূষ্ঠানে শান্তি কখন পাঠে কিছু মাত্র ক্রটি দেখা যায় না। কিন্তু এই শান্তি শব্দটি উপাসনার ইতি দিবার ভাগ কি অনেকে “আপদ: শান্তি:” রূপে ব্যবহার করেন না? নিশ্চয় কবিতা থাকেন। আমিও বোধ হয় করিয়া থাকি। প্রাণ হীন দীর্ঘ প্রার্থনা এবং অসাব প্রশস্ত উপদেশ-নিপীড়িত আত্মা বহুক্ষণ সমাজ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, অধৈর্য্য এবং নিদ্রাক্লান্ত হইয়া যখন অবস্থান্তর বা কার্য্যান্তবে যাইবার জন্ত ব্যাকুল হয়, তখন সে উপাসনার আর কোন অংশে যোগ দিতে সক্ষম হউক বা না হউক, “শান্তি: শান্তি: শান্তি:” শব্দগুলি প্রাণের সহিত উচ্চারণ করে। তাহার মুখ যদিও “আপদ: শান্তি:” না বলুক, হৃদয় কিন্তু অতি আদরের সহিত জাহা কুলে। বস্তুত: শান্তি কথাটা যেমন সহজ, শান্তি উপভোগ তেমন সহজ। ধর্ম্ম সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি শান্তির ভিক্ষারী নয়,

জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্মকাণ্ড লইয়া তাহারা এক প্রকার জীবন কাটাইয়া দেয়; তাহাব উপর সময়-বিশেষে হয় প্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কবিল, না হয় অভ্যস্ত গুটি কতক শাস্ত্রীয় বচন উচ্চারণ করিল, ইত্যাদি অতিবিক্রম অভাব বোধ তাহাদের থাকে না। শান্তিও নাই, শান্তিব প্রয়োজনও নাই, এরূপ অবস্থায় বাহাবা আছে, তাহাদের অজ্ঞতাই শান্তি। কিন্তু যাহাদের বাহ্য উপকরণ কিছুই নাই, কেবল যাহারা চিদাকাশে চিদানন্দ সম্ভোগ কবিয়া নিবাকার দেবতার ইঞ্জিতানুসারে তাঁহাব সেবা কবিয়া শান্তি লাভ কবিতে চাহেন, তাঁহাদের মুখে এখন পৃথিবী শুনিতে চাহিতেছে যে, তাঁহারা শান্তি পাইয়াছেন কি না? সে প্রশ্নদ্বারা মুখে ব্যঙ্গ সহকারে বলিতেছে, “হে নিবাকাববাদী যুবক! তুমি তো অনেক জ্ঞান বিচার, ধর্ম কার্য, হিতাহুষ্ঠান কবিয়া বেড়াইতেছ; কিন্তু সত্য কবিয়া বল দেখি, তোমাব দাঁড়াইবার স্থান আছে কি না? মৌবনেব নবাহুবাগে অনেক সংকার্য তুমি কবিয়া থাক, ধর্ম-তত্ত্বের বহুল যুক্তি বিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্বক লোকেব চিত্ত হরণ কব, তাহা মানিলাম, কিন্তু তোমাব ভিত্তি শান্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়াছে কিনা, তাহা কি বলিতে পার? ও বিচারে শান্তি আছে, সদহুষ্ঠান সাধনেও শান্তি আছে, নতুবা তুমি এত দিন কিসের বসে এসব করিতেছ, কিন্তু কথাটা এই, সেই শান্তি কি অনন্ত শান্তির সাগর হইতে প্রসৃত, না কার্য-মূলক সাময়িক অবস্থা প্রসৃত? তোমাব কার্যের উদ্যম এবং জ্ঞান বিচারের নৈপুণ্যে আমি ভুলিব না। সাধুতাব বেশভূষা বা বিধি-নিয়মানুসরণও আমি অনেক দেখিয়াছি। তোমার মত কত ব্রহ্মবাদী শেষ বয়সে মহাঅস্থিরে কাল হরণ করিতেছ, পবিত্র নামে সে সংসার এবং ধর্ম কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে নাই। ভাবের আবেগে কত ব্যক্তি পিপাসু হইয়া স্বভাবের বিপরীত পথে গিয়া পরিশেষে অবিদ্যাসী পর্যন্ত হইয়াছে। তুমি যে সেরূপ হইবে না তাহার প্রমাণ কি? প্রেত-তত্ত্ববাদী, কি ব্যাভেটস্কী, কি ঘোষণাড়ার কর্তা গোসাইজীর কাছে যে তোমাকে ঘাইতে হইবে না, তাহা কে বলিল? “যদি শান্তি চাও, তবে হয় গাঁজা খাও, তন্ত্র মাখ, কষল উড়াও, না হয় বহির্গামী নিষাস-বায়ুকে উদরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেও। যদি তাহা না পার তবে বৈরাগী বাবাজীর আখড়ার গিয়া যুগলযুগ্মের সেবা কর, শান্তি পাইবে। কেন আর “ও তৎসং” বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া চুলিতেছ, উহাতে কিছু

হইবে না।”—পৃথিবী এইরূপ প্রশ্ন এবং উপদেশেই ব্রহ্মজ্ঞানীদিগকে বিজ্ঞপ করিতেছে ।

জন্মবধাম হইতে একবার প্রতিবাদ হইল । ঈশা, মহম্মদ, জনক, নানক আরো অনেকানেক মহাত্মা বলিলেন, চিন্ময় সচ্চিদানন্দে জীব পবন শান্তি লাভ করিবে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে । এই মহাবাক্য পৃথিবীর কতিপয় জীবিত নিবাক্য বাদীর হৃদয়েও প্রতিধ্বনিত হইল । তাঁহাও বলিলেন, “আমরা ইহা সাক্ষ্য প্রদান করিব । আমবা নিরাক্য দেবতার প্রেমে মাতিয়া হাসি কান্দ নাচি গাই ; তাঁহা তত্ত্বজ্ঞানস্বধা পানে আমাদের বুদ্ধি তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহা ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য্যে যোগ পিপাসু আত্মা আবাম পাইয়াছে ;—এবং বিচিত্র লীলা দর্শনে হৃদয় এবং আজ্ঞাপালনে ইচ্ছা চবিতার্থ হইয়াছে । বর্তমান যুগে বঙ্গদেশে যে নিবাক্যবাদ ধর্ম্ম আসিয়াছে, তাহা ঈশ্বর প্রেবিত এক নূতন বিধান, ভগবান ভূভাবহাবী, তদ্বাব জীবগণের সকল কামনা পূর্ণ করিবেন ।

পবীত পথে যাইয়া নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া প্রশ্ন হাবাইতে হইবে

ঈশাসে ব্রহ্মবায়ু বহিতেছে তাহাই কেবল দেখ । কল্লিত ভূত

..এবার জন্মযোগ সাধনের প্রয়োজন নাই, সহজে ব্রহ্মরূপাবে চদানন্দ রসে মগ্ন হইতে পাবিবে । ইহা বৈদাস্তিক বা মহম্মদীয় নিরাক্য বাদ নহে ; ইহা ইহুদী কিস্বা ইযোবোপীয় গুরু ব্রহ্মজ্ঞানও নহে ; কিন্তু ইহা জীবন্ত ভগবানের প্রেবিত জীবন্ত নিবাক্যবাদ । ইহাতে বেদান্তের যোগ, বৈষ্ণবের ভক্তি-লীলা, ইযোবোপেব ধর্ম্ম ও খৃষ্টেব নীতি সমস্তই আছে । আবাব পূবাণ ইতিহাসেব বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভিতর আধ্যাত্মিক গভীর অনন্ত রহস্তও আছে । এই ধর্ম্মে আমবা শান্তি পাই, শান্তি থাই, শান্তি-গায়ে মাথি । বাহিবেব প্রতিমা দেখিবার অবসর কোথায় ? চক্ষু খুলিতেই ইচ্ছা করে না, কেবল প্রাণেব সামগ্রীকে প্রাণে প্রাণে বাধিয়া ছইয়ে এক, একে ছই হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় ।” পৃথিবীতে এত বড় উচ্চ কথা এবং আশাব কথা কে বলিল, একবার তাহাব অধেষণ করিতে ছইবে, কেবল কথা শুনিতে চলিবে না । খুঁজিয়া বাহির কর. ভগবানের একরূপ কোন সাক্ষী সত্য সত্য আছে কি না ।

ঈশ্বরজীব শর্ম্মা ।

আর্য্যাবর্তে বঙ্গমহিলা।

অবতরণিকা।



শারীরিক অসুস্থতা কোন অবস্থাতেই কাহাবও নিকট স্মৃৎকর কিংবা প্রীতিপ্রদ নহে। ইহার যন্ত্রণায় এই সৌন্দর্য্যময় বিশ্বভগৎ শোভা-শূভ বোধ হয়, মানসিক তেজ ও চিন্তা-শক্তি ক্রমে শিথিল হইয়া যায়, কঠিন পরিশ্রম কবিতার ক্ষমতা লোপ পায়; কেহই ইচ্ছা করিয়া তাহা চাহে না। কিন্তু এই অসুখকব অসুস্থতার আমাব কিছু জ্ঞান লাভ হইয়াছে। এই অসুখে যে শিক্ষা ও আনন্দ পাইয়াছি, তাহাব স্মৃতি আমার নির্জন-প্রিয় জীবনের একটা পবিত্র স্মৃতি। মাতৃভূমির ঘটনা-পূর্ণ প্রধান প্রধান স্থান গুলি দেখিবাব প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ে যত্নের সহিত আশ্রয় পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম; কখন যে সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে আমার কিন্তু এমন বিশ্বাস ছিল না। অববোধবাসিনী হিন্দুমহিলাদিগেব পক্ষে দেশ অসম্ভব, তাহা সহজেই অসুমেয। হিন্দু-ধর্মে অচল বিশ্বাসে, পুঁ রমণীর পক্ষে যে তত সহজ সাধ্য নহে, ইহা কে না স্বীকাব করিবে? দেব-ভ্রমণের কল্পনা অথবা স্বপ্ন আমাব কখনই সফল হইত কিনা, তাহা আঁ জানি না; কিন্তু শতটাপন্ন শারীরিক অসুস্থতা ও আত্মীয় স্বজনের উদ্ভিৎ স্নেহে আমার এই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালাব জলবায়ু আমার অসুস্থ শরীরের পক্ষে অসুকূল নহে। কিন্তু স্নেহময় প্রিয়জন ছাড়িয়া দীর্ঘকাল দূরদেশে থাকা নিতান্ত কষ্টকর। আবার অতৃদিকে জীবন রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে বিদেশে যাইতে হয়। অসুস্থতাই আমার ভ্রমণের মুখ্য কারণ।

১৮,—সালে বর্ষার প্রারম্ভে আমার শরীর আবার দিন দিন অধিকভন্ন অসুস্থ হইতে লাগিল। এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থাসূত্রে ১৮—সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে রাত্রি ৯ টার সময় আমি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমযাত্রা করিলাম। আমার তখনকার শারীরিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, আমি আরোগ্য হইয়া আবার দেশে

দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ।]

[মাস, ১৯২২ ।

আলোচনা

মাসিক পত্রিকা ।

(প্রবন্ধ সকলেরই মতামতের জগৎ লেখকগণ দ্রষ্টব্য ।)

— ০ : ০ : ০ —

সূচী ।



প্রাণ সাগরে	...	শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী	৮১
শাস্ত্রের জগৎ অর্থ (দ্বিতীয় প্রস্তাব)		শ্রীচন্দ্রশেখর বসু	৮২
পুৰাতনে নৃত্যে	..	শ্রীমোহিনী মোহনচক্রবর্তী এম, এ, ৯৩	
বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী		শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ সেন	৯৯
তাম্রলোপহাব	...	শ্রীবাজনাবাবু বসু	১০৯
হস্তামলক	...	শ্রীক্ষীবোদচন্দ্র বাবচৌধুরী এম, এ, ১১২	
আবাহন	...	শ্রীমতি নীহারিকা	১১৪
সমালোচনা	...		১১৬

কলিকাতা

পটলভাঙ্গা, ২নং বেনেটোলা লেন, সখা-ঘরে, শ্রীললিতমোহন দাস-কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

বিজ্ঞাপন ।

—o—o—

দুই খানি নূতন পুস্তক

শ্রীক্ষীৰোদচন্দ্র বায় চৌধুরী এম, এ, প্রণীত ।

মানব প্রকৃতি—মূল্য ২৮ দুই টাকা ।

বনফুল বা বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ—মূল্য ৥০ আট আনা ।

কলিকাতার সকল প্রধান পুস্তকালয়ে এবং বহুবনপুৰ কানোজে গ্রন্থ
কাৰ্যেণ বিক্রয় পাওয়া যায় । ডাক মাষ্টল লাগে না ।

ESTABLISHED 1875.

THI

CALCUTTA CHEAPEST MUSICAL ESTABLISHMENT.

DWARREN & SON.

IMPORTERS OF ...

MUSICAL INSTRUMENTS,

Materials, Strings, Fittings, &c

2 Lower Chitpore Road, Corner of Lall Bazar,

CALCUTTA

ILLUSTRATED PRICE LIST ON APPLICATION

প্রাণ-সাগরে ।

হে মানব, ডুবে যাও প্রাণের সাগরে,
প্রাণের সাগরে সে, ডুবিলে না মরে ।
ঐ দেখ, বেলা তার যুতিকায় নয়,
ডুবে না তাহাতে ভান্স হইতে উদয় ।
গগনের সীমান্ত না সীমা তার ছোঁয়,
তল তাব না স্পর্শি না কালের রজ্জু নোয় ।
কভু বন্ধি হ্রাস নাই, কভু না তুফান,
আপনার প্রতিষ্ঠায় আপনি শয়ান ।
কেবল সে ধক্ ধক্—কেবল পবন
বারি তার বিকসিত অনন্ত মঙ্গল ।
সাগরে উখিত ক্ষুদ্র বাষ্পের মতন
উঠে তার গর্ভ হ'তে সকল জীবন ।
উঠে স্মৃতি, উঠে জ্ঞান, উঠিছে বিবেক,
উঠিছে ইন্দ্রিয়-শক্তি—চেতনা-উদ্রেক ।
অগণিত সৌর-চক্র—অগণিত তারা
সাগরে উঠে সে বিশ্ব, সাগরেই হারা ।
কোথা চাও, কোথা যাও সাগর ত্যজিয়া
এই তো অমৃতানন্দ তোমারি লাগিয়া ।
সহজে আত্মার জাগাইয়া আত্ম-জ্ঞান
ঢেলে দেও মহাপ্রাণে আপনার প্রাণ ।
যে কল পাইবে তাহে, না পাবে সংসারে,
ডুবে যাও, ডুবে যাও, প্রাণের সাগরে ।

ঐপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী ।

শাস্ত্রের অন্বেষণ অর্থ ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

— — —

আমরা বিগত বাবে “বেদ-সত্য” প্রবন্ধের কতকাংশের প্রতিবাদ কবি-
যাছি। এবার অবশিষ্টাংশে লেখক মহাশয়ের যে সকল ভুল ইট্যাছে,
তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক মূল
প্রবন্ধ ও আমাদের এই প্রতিবাদটী মিলাইয়া পড়িলে, আমরা অন্তর্গৃহীত
হইব।

আমাদের মহা সম্ভ্রান্ত লেখক মহাশয় স্বীয় পক্ষ সমর্থনার্থ নিতান্ত
অসঙ্গত অর্থ সহকারে নিম্নস্থ বচনটী উদ্ধৃত কবিয়াছেন—

“ঐতিবিভিন্ন স্মৃতিযোবিভিন্ন।

নৈকো মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।

ধর্ম্মস্য তদ্বং নিহিতং গুহায়াং।

মহাজনো যেন গতঃ স পত্না ॥”

এই পাঠে বা পাঠান্তরে, এই বচনটী ও ইহার মর্ম্ম জ্ঞাত না আছেন,
এমন ভদ্র লোক বঙ্গ দেশে নাই। বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিষয় কন্মী
ভদ্র লোক সকলেই এক বাক্যে ইহার যে অর্থ গ্রহণ করেন, তাহাই যথার্থ
শাস্ত্রীয়। তাহা এই—

ঐতিব মত বিভিন্ন। স্মৃতির মত বিভিন্ন। এমন একজন মুনি নাই,
যাহার মত অন্য মুনির মতের সহিত ভিন্ন নহে। এতলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-
গণ এইরূপ বুঝেন যে অধিকারী, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ঘাবস্থা সকল
ভিন্ন ভিন্ন। নতুবা শাস্ত্র সকলকে পরস্পর বিরোধী তাহিলে, এযাবৎ
কাল ভারতবর্ষে কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকিত না। প্রকৃত অভিপ্রায়
এই যে অধিকার, শাখা, সম্প্রদায় সমাজ উন্নয়ন পূর্বক কেবল মাত্র
শাস্ত্র দ্বারা নীরমান হইবে না। কেবল ঐতি, স্মৃতি ও ঋষিগণের শাস্ত্র পড়িয়া
ধর্ম্মের তত্ত্ব অবধারণ করিবে না। জনে জনে যদি তাহার কোন এক প্রকার
মতের প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে ভারতীয় প্রচলিত সমাজ
সমূহে বিশৃঙ্খলা ঘটে। কোন সামবেদী ব্রাহ্মণ যদি যজুর্বেদীয় অহুষ্ঠান

করেন, এমন কি যদি একই বেদের অন্তর্গত কোন এক শাখার কোন ব্যক্তি সেই বেদের অন্তর্গত শাখান্তরীয় ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে মহা পাপ হয়। যদি যাজ্ঞবল্ক্যের শাসিত সমাজস্থ কোন ব্যক্তি মিতাক্ষরার বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্বক পবাসবীয় ব্যবস্থার অনুসরণ করেন, তবে সমাজের শাস্তি ভঙ্গ হয়। একপ কার্য কবা অবিহিত। ধর্মের তত্ত্ব গৃহ্যতে নিহিত আছে। এস্থলে “গৃহ্য” শব্দে “গৃহ্যস্থান” “ভ্রজ্যেয় স্থান”, “গোপন স্থান” ইত্যাদি। সেখান হইতে সেই গৃহ্যতম ধর্মতত্ত্ব জানা বটিন। তাৎপর্য এই যে, ধর্মতত্ত্ব অতি গূঢ় এবং ভ্রজ্যেয়, অতএব মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, পূর্ব পূর্ব গুরু, আচার্য্য ও উদ্ধতন পুরুষেরা ধর্ম, আচার, পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে পন্থা আশ্রয় করিয়াছেন, তাহাই অনুসরণ করিবেন।

যখন বঙ্গদেশের সমস্ত ভদ্র লোকেই চিবকাল হইতে ঐক্য তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, বিশেষতঃ যখন এই বচনটীর প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক হিন্দু-ধর্ম রক্ষা করা, তখন প্রবন্ধকার মহাশয় যে, বল পূর্বক তাহার অর্থান্তর কল্পনা করিয়াছেন, ইহা বিজ্ঞতাব কার্য্য হয় নাই। তিনি “গৃহ্য” শব্দে “অন্তর” কিনা মানবের মন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোথা হইতে এই অর্থ বাহির করিবেন, তিনিই জানেন। যাহা হউক, তাঁহার মতে ধর্মের তত্ত্ব বেদ স্মৃতিতে নাই, কিন্তু মানুষ্যের মনে নিহিত রহিয়াছে। তিনি মনে করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া ব্রাহ্ম-ধর্মের জয় ঘোষণা করিবেন। কিন্তু শব্দেব প্রকৃত অর্থ যখন তাহার ভাবের অন্তর্ভুক্ত নহে, তখন শাস্ত্র পবিত্র্যগ করিয়া অল্প প্রকারে আত্ম-মত বা ব্রাহ্ম-মত সমর্থন করিলেই হইত। তিনি এক একটা ধর্ম পথকে “মহাজনদিগের পথ মাত্র” বলিয়াছেন। তাঁহার তাৎপর্য্য এই যে, সে পথ একটা নাম মাত্র পথ; কিন্তু ধর্ম অন্তরে আছে। লেখক মহাশয়ের এই ভাবের বিপরীত, হিন্দুবা বলেন যে, মহাজনদিগের পথই পথ। তন্নিম্ন শাস্ত্র অচল। মনের তো কিছু স্থিতি নাই। অতঃপর লেখক মহাশয় “মহাজন” শব্দে এই বুঝিয়াছেন, যেমন—বামমোহন বায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র গেন, ইত্যাদি; কিন্তু আমরা হিন্দু মতে বৈদিক শাখাপতি—কুলপতি,—গৃহ্য কর্ম্মাঙ্কুরানের মূল পুরুষগণ ভিন্ন অন্তকে মহাজন বলি না। তাঁহার আদিকালে বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রের নিগূঢ় বর্ষ অবগত হইয়া তৎ-

মুম্বায়ী শাখা ও সমাজ গঠন কবিযাছেন, তাঁহাদিগকে আমবা মহাজন বলি। বামামোহন বাব বেদ ও স্মৃতি বিহিত ভাবতীয় প্রচলিত শাখা সম্প্রদায়ের উপরি হস্তক্ষেপণ করেন নাই, কেবল বৈদান্তিক জ্ঞান প্রচাবে লড়াই হইয়াছিলেন, স্মৃতবাং সমাজ সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন স্বতন্ত্র মহাজন বলা যাইতে পারে না। বাবু কেশবচন্দ্র বেদাচার বহির্ভূত উপদেষ্টার সৃষ্টি কর্তা ছিলেন, স্মৃতবাং তিনিও মহাজন শব্দের যোগ্য নহেন।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শাস্ত্রানুসারে ব্যক্তি-ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্য বিশেষ দেব রূপায় “বেদ” লাভ বা প্রচাব করিতে পারে না। প্রত্যেক কল্পাবস্থে ব্রহ্মাটী তাহা লাভ করেন। ব্রহ্মা হইতে আদি নিবৃত্তি-পথাবলম্বী ও কণ্ম-কুশল ঋষিগণ তাহা প্রত্যাশে স্বরূপে লাভ কবিয়া থাকেন। সেই সকল ঋষিগণ ভাতি পূর্বসবে প্রবাহকপে নিত্য বিধায় তাঁহাদের নিকটে বেদ পূর্ব-কল্পের জ্ঞান যথাবৎ প্রকাশিত হয়। তাহারা ভ্রম প্রমাদ বহিঃ বিধায় তাহাব সম্বিত কিঞ্চিৎও কল্পনার যোগ হয় না। আমাদের সুবিদ্ব লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, “বেদ নামক পুস্তকের মধ্যে অনেক কল্পিত কল্পনাও দেখা যায়।” ফলে সেদুপ লেখাতে আমবা তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। আমবা জানি, সে দোষ খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর।

আমবা কেবল তাঁহাকে সংক্ষেপে একটী কথা বলিব। বেদে কেবল যদি ব্রহ্মজ্ঞান বা তাঁহাব অভিমত ব্রাহ্মধর্ম্ম মাত্র থাকিত, তবে ভাবতীয় নিম্নাধিকারীগণের কি গতি হইত? বস্তুতঃ পক্ষে বেদ সর্বপ্রকার অধিকারীর উপযুক্ত ঈশ্বর প্রেরিত শাস্ত্র। সৃষ্টি ও শাস্ত্র ঈশ্বরের। ইহাব মধ্যে কি সত্য কি মিথ্যা তাহা ভূমি বা আমি সহসা বলিতে পারি না। কেননা, আমাদের বুদ্ধিব স্বেগ্য নাই। তাহা প্রাতে একরূপ, সন্ধ্যায় অন্তরূপ। একটা উপদেশ শুনিলেই তাহা পবিবর্তিত হইয়া যায়। শাস্ত্র কিন্তু জব। কেবল শুকদেবের রূপায় শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ পূর্বক বলিতে পারি যে, নিরূপাধিক ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিত্তে পারিলে সৃষ্টি, স্থল হৃদয়কারণ দেহ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতারূপ ত্রিগুণী, সর্বপ্রকার উপাসনা, বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া যায়। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান যাবৎ না জন্মে, তাবৎ তপ, ব্রত, তীর্থ, জপ, হোম, পূজা, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি সকলই প্রযোজন। যখন দেখা যাইতেছে যে, তাদৃশ উপাধি

কল্পনা বিবহিত ব্রহ্মজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানীর সংখ্যা অতি অল্প বা নাই বলিলেও হয়, তখন বৈদিক ধর্মের প্রয়োজন কি বলিয়া অস্বীকার কবিব ? যতক্ষণ স্বয়ং স্বপ্নাবস্থায় মধ্যে বিচরণ কবত বাঙ্গপাটে বসিয়া আছি, ততক্ষণ সে বাজ্য ভোগকে কিরূপে মিথ্যা বলিতে পার ? যদি আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে, তত্ত্বজ্ঞানে অভেদ জ্ঞানে জাগ্রতি হইতে পার, তবে বলিতে পারিবে তোমার পক্ষে বেদশাস্ত্র, বৈদিকজ্ঞান, বৈদিকক্রিয়া প্রভৃতি মিথ্যা । সে কেবল তোমারই পক্ষে মিথ্যা মাত্র বলিতে পারিবে, অথর্ব পক্ষে নহে । কেননা অথর্ব পক্ষে তাহা মোক্ষ না হওয়া পর্যন্ত সত্যের ত্যাগ ফল দান করে । তুমি বলিবে সে ফল স্বপ্নবৎ । কিন্তু তাহার উত্তর এই যে, সংসারাবস্থায় তাহাই চিত্তশুদ্ধিজনক এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের সোপানস্বরূপ । নতুবা মোক্ষাবস্থায় শাস্ত্রানুসারে এক ব্রহ্ম ভিন্ন আরু যাহা কিছু সকলই মায়াময়, সূতবাং পবমার্থঃ মিথ্যা । এই ব্রহ্মান্তঃ শাস্ত্রসিদ্ধ ।

লেখক মহাশয় উত্তরগীতা, মণ্ডকোপনিষৎ, কুলাৰ্ণবতন্ত্র, শ্বেতাশ্বত-
তপোনিষৎ, ভাগবৎ, ভগবদ্গীতা, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে যে সকল
প্রচলিত বচন উদ্ধৃত কবিয়া আমাদের বেদ শাস্ত্রকে ও বৈদিক ক্রিয়া কলা-
পকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে যত্ন পাটয়াছেন, সে সমস্ত বচনই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও
জ্ঞানীগণ জ্ঞাত আছেন । তাঁহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, সে সকল
বচন অধিকাংশতঃ কেবল প্রাপ্ত প্রকার “জগৎমিথ্যা, ব্রহ্মসত্য” ইত্যাকার
পবমার্থিক অবস্থায় সংলগ্ন হয় ; সংসারাবস্থায় তাহা সংলগ্ন হয় না ।

যদি লেখক মহাশয় সে ভাবে বচন গুলি প্রয়োগ করিতেন, তবে
তাঁহার লেখার ভাব সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় হইত ; কিন্তু তিনি সে ভাবের নিকট
দিয়াও যান নাই । সূতবাং তাঁহার উদ্ধৃত বচন গুলি সমুদয়ই প্রকরণ-
বিরুদ্ধ হইয়াছে । তাহা সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধৃত কবিয়া বুঝাইতে গেলে
অত্যন্ত লিপি বাহুল্য হয়, এই জন্য সংক্ষেপে নিবেদন কবি ; জ্ঞানী মহা-
আরা দোষগুণ বিচার কবিবেন ।

শব্দ শাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্ততাম্ ।”

এই বচনটীতে “সত্য” শব্দে ব্রহ্ম । শব্দরূপী বেদ ত্যাগ পূর্বক
ব্রহ্মোপাসনা কর, ইহাই তাৎপর্য । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মো-

পাসনা যত হউক বা না, তাঁহা বা হেঁস পূর্কক শাস্ত্র অমাত্ত কবেন, তাঁহা-
দের পক্ষে এইরূপ বচন সকল কি প্রশংসেব স্থল নহে? তাবতীয় ব্রহ্মজ্ঞানীগণ
সম্মত হইতে সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে গ্রহণ ও ধারণ কবেন সত্য । কিন্তু
দেবপুস্তক তাহা বা বেদনিষ্ঠা কবেন না । তাঁহা বা ইচ্ছা পূর্কক বেদ
ত্যাগ কবেন না । কিন্তু আমাদেব লেখক মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞানী হইবা, এক
মাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেব উপাসক হইবা, বেদ নিষ্ঠা ও নূতন আধ্যাত্মিক
বেদ প্রতিষ্ঠা কবিবাব অবসর পাইতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য । এই বচনেব
নিম্নে তিনি লিখিগাছেন যে, “সত্যই যে একমাত্র অবলম্বনীয়, ইহা উনবিংশ
শতাব্দীৰ আবিষ্কৃত্য নহে, ইহাব অনেক পূর্বেই আবিষ্কৃত হইগাছিল ।”
এই উক্তি গুণি অসম্বন্ধ প্রলাপ । কেননা এবচনে যে সত্যের উল্লেখ,
তাহা “ব্রহ্ম” । উনবিংশ শতাব্দী যে সত্যের জয় ঘোষণা কবিতেছেন,
তাহা ভারতীয় মধ্যাহ্ন-মাস্তিও স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানেব তুলনায় “খদোয়ত”
তুল্য ।

লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত “যথা অমৃতেন তৃপ্তম্” এই বচনে আছে যে,
“পবম বস্ত স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে বেদে প্রয়োজন নাই ।” আমাদেব
বক্তব্য এই যে, একথা যথার্থ । কিন্তু যিনি তাহাকে জানিগাছেন, তাঁব
পক্ষে বেদেব প্রয়োজন নাই । অতের পক্ষে আছে ।

লেখক মহাশয়ের উত্থাপিত “দেবিদোবেদিতবা”, “তত্রাপবা স্বদেশঃ”
এই সকল বচনে দুই বিদ্যাব উল্লেখ আছে । একটা অপরা বিদ্যা ;
অর্থাৎ পবা বিদ্যা । একটা মূল প্রশ্ন হইতে এই দুইটা কথা উঠিগাছে ।
বেদেব একটা প্রতিজ্ঞা আছে যে, এমন একটা বস্ত আছে, যাহাকে জানিলে
সকল পদার্থেব স্বরূপ জ্ঞান হয় । যেমন এক স্ববর্ণকে জানিলে স্ববর্ণ
নির্মিত বগব, কঙ্কন, কুণ্ডল প্রভৃতি তাবতীয় অলঙ্কারেব স্বরূপ অবগত
হওয়া যায়, ইহাই জানা যায় যে বলয়, কঙ্কন, কুণ্ডলাদি কেবল মিথ্যা
নাম রূপ মাত্র, বস্ততঃ সবই স্ববর্ণ, সেইরূপ বেদের ঐ প্রতিজ্ঞা ।
যথা, এক মাত্র পবমাত্মাকে জানিলে ইহাই জানা যায় যে, তাঁহারই সত্য
স্বরূপ বস্তকল ধাতু দ্বাবা এই জগৎ অচিন্ত্য ও অনন্ত প্রকার রূপ নামে
প্রকাশ পাইতেছে । তৎসর্বত্রে তিনিই এক মাত্র সত্য ; নতুবা জগৎ
রূপে প্রকটিত নামরূপ সমস্তই মিথ্যা । ঐ প্রতিজ্ঞা পূরণার্থ শৌনক
অজ্জিবাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, হে ভগবন্ ! কাহাকে জানিলে এই কল্পদ্রুম

জ্ঞাত হওয়া যায়? অগ্নিবা যে উত্তর কবিরেণ, তাহাব অমুষ্ঠান স্বরূপ কহিলেন, জানিবার যোগ্য দুইটী বিদ্যা আছে। একটী পরা, অগ্নিটী অপবা। চাবি বেদ, শিক্ষা, বল্ল, ব্যাকরণ, নিকন্তু, ছন্দ, জ্যোতিষ্ এ সকল অপবা কিনা অপ্রধান বিদ্যা। আব যাহাব দ্বারা সেই অক্ষর পব ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই পবা অর্থাৎ প্রধান বিদ্যা। (শাঃ ভাষ্য) “পবাচ পব-মাস্ত্রবিদ্যা এব অপবাচ ধর্ম্মাধম্ম সাধন তৎফল বিষয়া।” পবমাস্ত্রবিদ্যাই পবাবিদ্যা। যে বিদ্যা দ্বাৰা অনায়া বিসম সকল মিথ্যা বলিয়া অবধাবিত হয়, যাহা দ্বাৰা জীব ব্রহ্মে ঐক্য জ্ঞান জন্মে, যাহা মোক্ষের একমাত্র হেতু, তাহাই পবাবিদ্যা। উপনিষৎশাস্ত্র এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বর্ণের আব যে যে অংশ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন, তৎসমস্তই পবাবিদ্যা শব্দের বাচ্য। এই পবাবিদ্যাকেই বেদান্ত কহে। (ওমুঃ ২থঃ ৬শ্ৰু) “বেদান্তবিজ্ঞান স্তনশিচ-তার্থাঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে সমাহাব কবিয়াছেন যে, কেবল বেদান্তবিজ্ঞান দ্বাৰা যে লাভ হয়। অতএব তাহাই পবাবিদ্যা। পবাবিদ্যা প্রতিপাদক নিগুণ শ্রুতি সমস্ত জ্ঞানাধিকাবে প্রেরিত হইয়াছে। “অপবাবিদ্যা” শব্দের অর্থ কর্ম্মকাণ্ড। ত্রয়ীবিদ্যা বা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ক বেদ সামান্ততঃ সেই কর্ম্মকাণ্ডকে বুঝায়। ধর্ম্মাধম্মসাধন, উপাসনা, প্রার্থনা, বিধিপূর্কক বেদ পাঠ ও তৎসমস্তের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ—এ সমস্ত তাহাবই অন্তর্গত। ফলকাামী, কর্ম্মা ও সংসারী ব্যক্তিদিগের অধিকাবে এই বিদ্যা প্রেরিত হইয়াছে। সামান্ততঃ তাহাই “বেদ” ও “অপবাবিদ্যা” বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদবাশি সচবাচব “বেদ” শব্দে উক্ত হয় না। তাহাব মধ্য হইতে প্রবৃতি ধর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের অন্ত হওয়ায়, তাহা “বেদান্ত” শব্দে উক্ত হয়।

এই পরা ও অপবাবিদ্যাধর কেবল এই বচনেই উল্লিখিত হইয়াছে, এমনত মনে। তাহা নানা নামে অস্তান্ত স্থানেও উক্ত হইয়াছে। সেই সর্কস্থলের আদ্যন্ত বিচাব পূর্কক শাস্ত্রের অভিপ্রার অবগত হইতে হইবে। তবে আদ্যোপান্ত অর্থ-সঙ্গতি লাভ হইয়া শাস্ত্রার্থে উপপত্তি জন্মিবে। আমরা নিম্নে উক্ত বেদ বচনের তুল্যার্থ কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তদুপলক্ষিত শাস্ত্রের অভিপ্রার স্মিজনাপন করিতে চেষ্টা কবিতেছি।

“শ্রোয়শ্চ শ্রোয়শ্চ অনুম্যম্বেতঃ ইত্যাদি” (কঠ ২।২)

অনুষ্ঠানজনক বিহুতি ধর্ম্মকে শ্রোয় কহে। হুল হুল কারণ শরীরাদি

বক্ষার্থ প্রবৃত্তি ধর্ম অর্থাৎ কর্মকাণ্ডকে প্রেযঃ কহে। এই দুই ধর্মই মনুষ্যকে অধিকার করে। অর্থাৎ জ্ঞানাদিকাবে শ্রেয়ঃ এবং কর্মাদিকাবে প্রেযঃ, এই দুই অধিকাবে দুই ধর্ম কষ্টক মানব নীযমান হন। ইহাব মধ্য শ্রেয়ঃ পবাবিদ্যাব অন্তগত এবং প্রেযঃ অপবাবিদ্যাব অন্তগত। মনু ও কহিয়াছেন (১২।৮৮) “প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকং।” বৈদিক ধর্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি সংসার ধর্ম অর্থাৎ প্রেযঃ, নিবৃত্তি মোক্ষধর্ম অর্থাৎ শ্রেয়ঃ। উভাব মধ্যে প্রবৃত্তি ধর্মটী বেদ-বাদ-বিসম্বাদি বতি স্বরূপ এবং কৃত্তমিত ফলশ্রুতি পূর্ণ বিদ্যোপদেশ বিশেষঃ। আব নিবৃত্তি ধর্মটী ত্রৈলোকে সমাধি লাভের অন্তরূপ বাবসামিষ্টিকা বুদ্ধি স্বরূপ। (গীতা—যামিনাং পুষ্টিতং প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। গীতাভাষ্যো-পক্রমণিকায শঙ্কবাচার্য্য কহিয়াছেন, ‘দ্বিবিধোহি বেদোক্ত ধর্মঃ’। প্রবৃত্তি লক্ষণো নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ।” “তত্রৈকাজগতঃ স্তিতি কাবণঃ। প্রাণিণাং সাক্ষাদদ্বাদশনিশ্চেষণং হেদ্যাঃ সদস্যঃ ব্রাহ্মণ্যৈদমধর্মানিভি-শ্মিভিঃ শেবাধিভিবহ্নদ্বৈয়মানো দীর্ঘে ন বালেন।” বেদোক্ত ধর্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ। প্রথমটী ধর্ম, পুণ্য, উপাসনা; প্রার্থনা, ফলাদি সহকাবে জগতের প্রবাহ রূপ নিত্য স্থিতির কাবণ। দ্বিতীয়টী ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ কষ্টক অথবা বৈবাগ্যাদিকাবে অন্তর্ভূতমান। তাহাই প্রাণিগণের শ্রেয়ঃ ও সাক্ষ্যং মোক্ষের হেতু।

এক্ষণ অবগুই বুঝা যাইবে যে, সমগ্র বেদই অপবা বিদ্যা নহে। প্রবৃত্তিব অধিকাবে বেদ “অপবা,” নিবৃত্তিব অধিকাবে “পবা”। তন্মধ্যে উপনিষৎ ও মনুসংহিতা এবং ব্রাহ্মণ বর্ণীয় ব্রহ্মবহুপূর্ণ অংশ সকল বিশেষরূপে নিবৃত্তিব অধিকাব পোষক। যাহাকে জানিলে সব জানা যায়, তিনি ব্রহ্ম। তিনি অপবাবিদ্যা, প্রবৃত্তি, প্রেযঃ, বেদবাদ, যাগফল, যোগফল, বেদপাঠ ইত্যাদিব অন্তগত রূপে জ্ঞেয় নহেন। তিনি কেবল পরবিদ্যা নিবৃত্তি শ্রেয়ঃ সমাধি ইত্যাদি অধিকাবে জ্ঞেয় হইলেন। সেই পরাবিদ্যা বা নিবৃত্তি ধর্ম দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। তাঁহাকে জানিলেই সব জানা যায়।

অধিবাব উত্তর এই যে, তাঁহাকে জানিলে সব জানা যায়। তিনি কিরূপ? তাহা বুঝাইবার জন্য কহিলেন “যত্তদজ্ঞেয়—ইত্যাদি শ্রুতি” যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু, অশ্রোত্র; তিনি অপাণি, অপাদ, নিত্য, বিভূ, সর্বগত, স্তম্ভস্থ, অব্যয়;—তাঁহাকে ধীরেরা ভূতধোনি

কপে দেখেন। এস্থলে শঙ্কবাচার্য্য কহেন, “ভূতযোনিং ভূতানাং কাবণং” পৃথিবীর স্বাবব জন্মানাং অর্থাৎ “ভূতযোনি” শব্দের অর্থ সর্বভূতের যোনি, জন্মস্থান, কাবণ। যেমন পৃথিবী স্বাবব জন্মাদি দেহের উপাদান কাবণ, তদ্বৎ। যদ্যতঃ স্বীয় স্বরূপেব অল্পথা না কবিত্য সত্য স্বরূপ পব-ব্রহ্ম, সর্বভূতের বিবস্ত উপাদান কাবণ মাত্র। অর্থাৎ তাহাকে বিবস্ত বা পৃথক কবিলে, তিনি বাতীত এ জগতের নাম রূপাদি মিথ্যা হইয়া যায়। কেবল তাহাকেই সঙ্গ প্রকার আবিভাবের সত্য মরূপে জানা যায়।

“ঈদৃশমক্ষরং যযা বিদ্যাপিগম্যাতে সা পরা বিদ্যেতি”

যে বিদ্যাদ্বারা ঈদৃশ অক্ষর (অক্ষর) পবমান্নাকে জানা যায়, তাহাই পবাবিদ্যা।

সেই ব্রহ্ম কিরূপ ভূত-যোনি? তাহা জ্ঞাপনার্থ পব শ্রুতিতে কহিলেন।

“যুথোর্ণনাভিঃ সৃজতে” ইত্যাদি—

যেমন উণভকীট সূত্র সৃজন ও গ্রহণ কবে, যেমন পৃথিবী হইতে ঔষধি (তৃণাদি) জন্মে, যেমন জীবিত পুষ্ণের দেহ হইতে কেশলোমাদি জন্মে, তজ্জগৎ সেই অক্ষর পুষ্ণ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। তাহাতে স্বতন্ত্র উপাদানাদি বাবনাত্বের অবশ্যতা পাবে না। তিনি সর্বশক্তিমান ইহাট অতিপ্রেত, সূতবাং তাহাকে জানিলে সব জানা যায়। কাবণ তিনিই একমাত্র সত্য। তাহাব আশ্রবে এই জগৎ সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই প্রকাশের একমাত্র মূণীভূত কাবণ তিনি। নতুবা এই জগতের সমস্ত পদার্থ ও সমস্তভূত কেবল মিথ্যা নামরূপ মাত্র। “যোনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যশ্রুতং মতমবিদ্রুতং বিজ্ঞাতমিতি শ্রুতে।” ইহাকে জানিলে “অশ্রুত-জ্ঞান” শ্রুতজ্ঞানের গ্রায হয়, যাহা কখনও মনে ক্রিয়া যায় নাই তাহা মনে প্রতিভাত হয়, যাহা অবিজ্ঞাত ছিল তাহা জানা যায়, তিনি ব্রহ্ম। বেদান্তরূপ পরাবিদ্যার সাধনা দ্বারা সেই সর্ববীজস্বরূপ ব্রহ্মকে জানা যায়। সেই বিদ্যাতেই সকল বিদ্যাব প্রতিষ্ঠা।

“ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা
ভুবনস্ত গোপ্তা সত্রক্ষবিদ্যাং সৰ্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা-

সমধৰ্ম্মায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রায়। যুঃ ১। ১। ১।

বিশ্বের কর্তা ও ত্রিভুবন-পালক ব্রহ্মা (“দেবানাং” “দ্যোতনবহামিত্রা দীনাং প্রণমো”) জগৎ ও শরীবাদিব বিশেষ বিশেষ অঙ্গের দীপ্তিদাতা ও প্রতিপালক ইত্যাদি দেবগণের অগ্রে উৎপন্ন হইবেন। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অপর্যাকে সর্গবিদ্যাব প্রতিষ্ঠা সর্গবিদ্যাব আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা—পরাবিদ্যা—বেদান্তবিজ্ঞান কহিয়াছিলেন।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্গবিদ্যাব প্রতিষ্ঠাক্রমে কহিলেন। পরে সেই বিদ্যাকেই পরাবিদ্যা ও বেদান্তবিজ্ঞান শব্দে কহিয়াছেন। পশ্চাৎ সর্বশেষ খণ্ডে “যথানদাঃ সান্দনানাঃ” প্রভৃতি কয়েকটি শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে, তাদৃশ পরাবিদ্যা দ্বাৰা যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি নাম রূপ পবিত্যাগ পূৰ্ব্বক পরাংপর দিবা পূৰ্ণমে গিয়া অন্ত হন। তিনি ব্রহ্মই হইবেন। তাঁহার কুলে অব্রহ্মবিৎ উৎপন্ন হন না। ক্রিয়াবান্—যথোক্তকন্মাত্তষ্ঠান্যক্ত, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিবা ব্রহ্মা সহকারে ব্রহ্মলাভ কবেন। ঐহাবা বিধিবৎ শিবোরত আচরণ কবেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্মবিদ্যা কহিবেক। যিনি ব্রতপূৰ্ব্বক এ বিদ্যা গ্রহণ/না কবিয়াছেন, তিনি এই বিদ্যা অধ্যয়ন কবিরাব অধিকারী নহেন। সর্বশেষে পরম-ঋষিকে নমস্কাব কবিয়াছেন। এ স্থলে শঙ্কবাচাগ্য সমাপ্তি বাক্য দিতেছেন—“সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা সা যেভ্যোব্রহ্মাদিত্যঃ পারম্পর্যাক্রমেণ সম্প্রাপ্তা তেভ্যঃ নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।” ব্রহ্মা হইতে পারম্পর্যাক্রমে যে ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ এই মুণ্ডক-উপনিষৎ-শাস্ত্র সমাপ্ত হইল। তাহাব ঋষিকে নমস্কাব।

আদ্যোপান্ত মুণ্ডকোপনিষৎকে লিঙ্গবট্কাভূগত বিচার দ্বারা ধীরভাবে পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, নিম্নাধিকার পোষক কৰ্মকাণ্ডীয় অংশ-ব্যতীত সমগ্র বেদশাস্ত্র অপরা বিদ্যা মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু লেখক মহাশয় তদ্ব্যতীত হইতে “অপরা ঋগ্বেদো” এই বচনটী মাত্র উদ্ধৃত কবিয়া লিখিয়াছেন “অতএব লৌকিক বেদ-গ্রন্থ অপরা বিদ্যাব মধ্যে গণ্য।” অর্থাৎ ভারতে বেদ নিকৃষ্ট-বিদ্যা—কেবল মানবের মন হইতে যে জ্ঞান বাহির হয় তাহা সত্য ও উৎকৃষ্ট বেদ! আমাদের বিচারে তাঁহার এই সিদ্ধান্তটী তাঁহা উদ্ধৃত “তত্রাপরাঋগ্বেদো” ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুতির অন্তর্গত নহে। লেখক মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, পরাবিদ্যা মাহুবেদ মন হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয়। তাঁহার কথা যদি সত্য হইত, তবে বেদ-বেদান্ত পাঠের আবশ্যকতা

উঠিয়া যাইত । এবং ভাবতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য স্থানের লোক, তাঁহারা ব্রত-পূর্বক বা জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইয়া বেদবেদান্ত পড়েন না, তাঁহারা স্ব স্ব মন হইতে এতদিন বিস্তব পরাবিদ্যা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন । কিন্তু আমা-দেব ধারণা এই যে, বর্তমান কালের যুক্তিসম্মত ঈশ্বরতত্ত্ব বা অল্প কোন দেশেব পবমার্থ বিদ্যা কখনই ভাবতীয় বৈদিক পবমার্থ বিদ্যাব নিকটেও আসিতে পারিবে না । অতএব আমবা বেদকে “অপবা ও পবা,” “প্রবৃতি ও নিবৃতি,” “কন্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড” ইত্যাবাব গুণলভাবে যেমন চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছি, সেইরূপ ভাবে ভবিষ্যতেও চিবকাল দেখিব । কেন না, এই দৃষ্টিই বেদ-বেদান্তাদি স্মৃতিপুবাণাদি সর্ব-শাস্ত্রসিদ্ধ । মন্তব্য যে পর্য্যন্ত নিবৃতি ধ্মেব অধিকারী না হন, তাবৎকাল বেদপাঠে, ফলশ্রুতি জ্ঞাপক বেদবাদে ও ফলাভিসন্ধিব সহিত নানাবিধ কন্মকাণ্ডে বত থাকেন । নিবৃতি ধ্মে অধিকাব জন্মিলেও তিনি সাধনাবস্থায় বেদেব দাসই থাকেন । সে অবিকাবে যখন তাঁহাব সিদ্ধাবস্থা হয়, তখনই তাঁহাব নিকট “শব্দব্রহ্ম” (বেদ), তাহাবৎক ও ছন্দ, তপঃ, ব্রত, তীর্থ, জপ, হোম, অর্চনা, প্রার্থনা, নাবামষ-বাসনা, ঋতি দ্বারা বিক্রিপ্ত সকামচিত্ত, ইত্যাদিব অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান অনাবগ্ৰকীয় হয় । তথাপি সে অবস্থাতেও তাঁহাব কর্তব্য এই যে, হৃদয়ে সঙ্কল্পবর্জিত হইয়া ঈশ্বরার্থে, লোক শিক্ষার্থে, ভাবত সমাজ রক্ষার্থে সেই সমস্ত অনুষ্ঠান কবেন । কেন না, শাস্ত্রেব কঠিন শাসন এই যে, গৃহস্থ শিবতুল্য যোগী হইলেও মনেতেও সামাজিক আচাবেব লজ্বন করিবেন না ।

লেখক মহাশয় আপনাব মত সপ্রমাণ কবণার্থ, আর যেকযেকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে সমস্তই অদ্বয়ব্রহ্মজ্ঞানাদিকাবে অথবা সিদ্ধাবস্থায় প্রয়োগ হইতে পারে । যদি লেখক মহাশয় তাদৃশ উন্নত অধিকাবে সে বচনগুলি প্রয়োগ কবিতেন তাহা হইলে কোন কথাই থাকিত না । কিন্তু তাঁহার অভিসন্ধি দ্রুতত্ব । তিনি ব্রহ্মাদি গুরুপবম্পরা প্রাপ্ত, ঈশ্বর প্রণীত, অপৌরুষেয়, প্রবাহরূপ নিত্য, সত্য, সার্বভৌমিক সনাতন বেদশাস্ত্রকে নিন্দা করিয়া উৎপরিবর্গে মানবেব চকুলা বুদ্ধিবৃত্তিকে এক নূতন প্রকার বেদের উৎপত্তি বলাব করিয়া ~~প্রতিষ্ঠা~~ করিবার যত্ন করিয়াছেন । এই অভিসন্ধি অত্যন্ত ~~সমর্থ~~ । তিনি ~~বলে~~ করিয়াছেন যে, তাঁহার মনের মত বেদটী ব্রাহ্মধর্মের ~~অনুসারিত~~ ~~এক~~ ~~হিন্দু~~ বেদ ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধ । বোধ হয় তিনি ব্রাহ্ম-

ধৰ্ম্মেৰ প্ৰবৰ্ত্তক মহাত্মা বাজা বান্ধোহন বায়েৰ বঙ্গভাষাৰ শাস্ত্ৰ-বিচাৰ সকল পঢ়িবা দেখেন নাই। দেখিলে জানিতে পাবিতেন যে, উক্ত বাজা বান্ধোহন বায় কেবল বেদবেদান্ত সিদ্ধান্তপেঠী ব্ৰাহ্মধৰ্ম্ম স্থাপন কৰিয়া ছিলেন এওঁ বেদবেদান্ত ও ঋষিবাক্যসমূহৰে অন্তান্ত বলিয়া স্বীকাৰ কৰিয়া গিয়াছেন।* তাহাৰ এই ইচ্ছা ছিল যে, নিবৃত্তিধৰ্ম্মেতে ভাৰতীয় উপাধি-বাবীৰ্গণ ক্ৰমে আৰোহণ কৰিবেন। ফলতঃ সে অধিকাৰে বেদ, বেদান্ত, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এ সমস্ত মিথ্যা জানিয়াও তিনি কাহাবো বুদ্ধিভেদ কৰেন নাই। আমবা লেখক মহাশয়েৰ উদ্ধৃত শাস্ত্ৰীয় বচন সমূহেৰ প্ৰেক্ষণ বিবক্ষিতা ও শাস্ত্ৰেৰ প্ৰৱত তাৎপৰ্য্য জানাইবাৰ জন্তু, বিশেষতঃ তাহাৰ প্ৰবন্ধ পাঠ কৰিয়া কেহ লাহ নাই তন তাহাৰ উপায় বিধানার্থ এই দীৰ্ঘ প্ৰতিবাদ কৰিলাম। তাহাৰ সহিত বিবাদ কৰা আমাদেৰ উদ্দেশ্য নহে। বেবণ হিন্দুধৰ্ম্ম, হিন্দুধৰ্ম্ম বিদ্যা ও হিন্দুশাস্ত্ৰকে বন্ধা বদাই আমাদেৰ উদ্দেশ্য। তাহাৰ নিবট আমাদেৰ এই প্ৰাৰ্থনা যে, শাস্ত্ৰীৰ্ঘ্যে কোন বচন তিনি উদ্ধৃত কৰিবেন, তাহাৰ শকাৰ্থ মাত্ৰ সম্বন্ধ নাইহন। বিৰূপ অধিকাৰে, কোন বিষয়ক প্ৰেক্ষণে তাদৃশ বচন আছে তাহা পূৰ্ণাপৰ অন্ত-সন্ধান পূৰ্ণক তাহাৰ অৰ্থ নিৰ্ণয় কৰেন। ঋষি, আচাৰ্য্য, পূৰ্ব পূৰ্ব অধ্যাপক ও গুৰু প্ৰভৃতি মহাজনেৰা তাহাৰ যেকুণ অৰ্থ, প্ৰয়োগ ও যোজনাৰ নিয়ম অবধাৰণ কৰিয়াছেন, তাহা স্বতঃ পৰতঃ জ্ঞাত হন। পশ্চাৎ অভিলম্বিত স্থলেৰ প্ৰমাণার্থে স্বীয় প্ৰবন্ধাদিতে তাহা উদ্ধৃত কৰেন। যদি স্বীয় মত তাদৃশ কোন বচন দ্বাৰা প্ৰমাণ না হয়, তবে কেবল যুক্তি অবলম্বন পূৰ্ণক প্ৰতিপাদনই কৰিব। আমাদেৰ প্ৰাৰ্থনা এই যে, যেন তাদৃশ স্থলে লেখক মহাশয় নিবপবাধী শাস্ত্ৰকে তত্যা না কৰেন।

শ্ৰীচন্দ্ৰশেখৰ বসু—খড়্গপুৰ।

* সম্প্ৰতি বেদশাস্ত্ৰেৰ কতিপয় বিশদ ও বিস্তীৰ্ণ বিবৰণ “পাক্ষিকসমালোচক” ১ম খণ্ড ২১ সংখ্যাৰ এবং বাৰাণসীৰ “ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰকে” ৮ম ভাঃ ১১২ সংখ্যাৰ প্ৰকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ কৰিলে বিস্তৰ ফললাভ হইবে।

পুরাতনে নূতনে ।

(প্রথম প্রস্তাব)

আজ কাল আমাদের পূর্বতন সামাজিক বীতি নীতির উপর লোকের, অন্ততঃ শিক্ষিত মণ্ডলীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে। যে বীতি নীতি গুলি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাহাদিগকে একবারে বিদায় দিতে অনেকে ইচ্ছুক নহেন, স্ততবাং তাহাদের বিধিমাতে চেষ্টা হইতেছে, সে গুলি বাহাতে —। অপব পক্ষ সে বীতি নীতি গুলি সমাজের অস্তিত্বের, এই বা তাহাদের সমল উচ্ছেদ সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। তাইবা। হউক, কি ভাঙ্গিবাব জন্তই হউক, শিক্ষিত ব্যক্তি শব্দেরই সে গুলির উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ বীতি গুলি লক্ষণ বলিতে হইবে। শিক্ষাব উন্নতির সঙ্গে সে বীতি গুলি বন্ধ-মূলই হউক, আনন্দ-সম্পন্ন হউক, তাহা বা যে ভাবেই হইবে তাহাতে আর অণুমানও সন্দেহ নাই। অন্ধ বিশ্বাসে চালিত না হইবা অপর্যাপ্ত-প্রণোদিত যক্তি সমূহের সাহায্যে সে গুলির অস্তিত্বের কাবণ বাহির হইলে, তাহাদের উপরে স্থাপিত-ভিত্তি হইয়া যে পদ্ধতি গুলি টিকিবে, সেই গুলিরই দীর্ঘ জীবন আশা করা যায়। নতুবা এক দিনের মধ্যে সে গুলিকে ভাঙ্গিলেও কোন লাভ নাই, বাধিলেও কোন লাভ নাই, প্রত্যুতঃ তাহাতে সমাজের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবাবই সম্ভাবনা।

উপরে অন্বদেশীয় আচার পদ্ধতির সম্বন্ধে যাহা যাহা কথিত হইল, তাহা কিন্তু সকল গুলির সম্বন্ধে খাটে না। কতকগুলি আচার পদ্ধতি যৌরূপ আছে যে, সে গুলিকে যত শীঘ্র উচ্ছেদ করা যায়, ততই সমাজের মঙ্গল—তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্ত দীর্ঘ প্রস্তাব, গভীর যুক্তি পরিপূর্ণ বক্তৃতা কিংবা হুস্ব তর্কের ও প্রয়োজন নাই। সতীদাহ কি গঙ্গায় পুঙ্খ কস্তা বিসর্জনের ন্যায় পদ্ধতি গুলি সমাজ হইতে যত শীঘ্র তিবো-হিত হইয়াছে, ততই দেশের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। যে পদ্ধতি গুলি মনুষ্য সমাজের অযোগ্য, তাহাদের মৃত্যুতে হুঃখ করিবার অতি অল্প লোকই

আছেন, এবং যাঁহারা সে গুলির জন্ত অশ্রু বিসর্জন করেন, তাঁহাদের মনুষ্য নামে বোধ হয় অতি অল্পই দাবি আছে ।

জাতি-ভেদ এই পদ্ধতি গুলির অন্তর্ভুক্ত কিনা, তাহা আমি বলিতে চাই না । পাঠক মহাশয়দিগের এ বিষয়ে নিজের নিজের সিদ্ধান্ত আছে, আমারও এৰটা সিদ্ধান্ত অবশ্যই আছে । আমার নিজের সিদ্ধান্তকে সমিচীন প্রমাণ করিতে এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই । তাই সে সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল ।

জাতিভেদ সম্বন্ধে গুটীকতক কথা অনেক দিন হইতে বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম । তাই অনেক দিনের সাধ আজ মিটাইতে বসিলাম । ভরসা করি পাঠকগণ অল্পগ্রহ করিয়া গুনিবেন ।

প্রস্তাবের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, গতন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায় । ৫ এক পূর্বতন আচাৰ প্রণালী বক্ষা করিতে ইচ্ছুক, অপন শ্রেণী ৬ এক দূর করিতে কৃতসংকল্প । জাতি-ভেদ সম্বন্ধে এ বিভাগের ৭ ব্যতিক্রম দেখা যায় । সমাজের শিক্ষিত লোকের মধ্যে কেহ কেহ জাতি-ভেদের পক্ষ লইয়াছেন;—মৃত্যবাহী তাঁহাদের সহায়তায় যে আবাব মৃত-প্রায় জাতি-ভেদ হ্রাস করিয়া উঠবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আমার ত মনে পড়েনা যে, আমি গত বৎসর “কুমার” শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয়ের বক্তৃতার পূর্বে জাতি-ভেদের স্বপক্ষে কোন স্থানে যুক্তি দেখিয়াছি । যদিই বা কোন স্থানে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সে গুলিতে তত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পাবে নাই । “কুমার” মহাশয়ের বক্তৃতায় কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল । তাঁহার প্রতিমধুব ভাষা, নূতন নূতন যুক্তি, অসাধারণ বাগ্মিতা ও অদৃষ্ট-পূর্ব সাহস সকলকেই যেন স্তম্ভিত করিয়াছিল । কিন্তু সে বক্তৃতাতে ভাষা, চুট্টা থাকিলেও যুক্তির প্রাবল্য তত নাই । যুক্তি গুলি নূতন বটে, কিন্তু অপ্রতীক্স ; অপ্রতীক্স বটে, কিন্তু তাহাতে বাহাছরী নাই ; ভাষা চাতুৰ্য্য আছে বটে, কিন্তু সারবত্তা অতি অল্প । জাতিভেদের কাণ্ড কারখান তিনি বৈজ্ঞানিক শক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে চাহেন ! † অভিনব হিন্দু-ধর্মোত্তলন,

† এখানে এই অভিনব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না । বাহারই ব্যাখ্যা হইয়া উঠিতেছে না, তাহারই লরদ্বারের ভাষা বিদ্যুৎ-মহাশয়ের কাছে । প্রাকৃতিক এত গুলি শক্তি থাকিতেও যে বিদ্যুৎকে এত গুলি অক্ষয় করিতে হয়, তাহার

কাৰীগণ বৈদ্যাতিক ব্যাখ্যা বড় পক্ষপাতী । তাই নবপ্রচাৰক শ্ৰীকৃষ্ণ বাবু যে তাহাকে ছাডিয়া দিবেন, তাহাত বোধ হয় না । কিন্তু বৈদ্যাতিক ব্যাখ্যাব অন্ধতম আবৰণ ভেদ কৰিবা আবণ্ড গভীৰ আঁধাৰে পড়িতে আমাদেব বাসনা নাই, তাই আমবা তাহাব বাহিব হইতেই বিদ্যাহ গ্ৰহণ কৰিলাম । পাঠক মহাশয় যদি ইহাব বিষয় জানিতে চাহেন, তবে গত বৎসবেৰ শ্ৰাবণ কি ভাদ্ৰ মাসেৰ “বঙ্গবাসীৰ” ফাইল খুঁজিবা দেখিবেন ।

এই বক্তৃতায় জাতিভেদকে একটা প্ৰাকৃতিক শক্তি বলা হইয়াছে । “প্ৰাকৃতিক শক্তি” শব্দটী বড়ই কঠিন । কাৰণ, “প্ৰকৃতি” শব্দেবই নাকি ঠিক প্ৰসব বোকা শব্দ, তাহাতে আবাব তাহাব সঙ্গে সঙ্গে “শক্তি” শব্দেব উদয় । কাজেই “বাসেব চেয়ে বুদ্ধি দড” হইবা পড়িয়াছে—বিষয় অপেক্ষা ব্যাখ্যা ঢুকহ হইবা উঠিয়াছে । “প্ৰাকৃতিক শক্তিৰ” অতি বিস্তৃত অৰ্থ প্ৰদান কৰিলে, জাতিভেদ “প্ৰাকৃতিক শক্তিৰ” মধ্যে পৰিগণিত হইতে পাবে । কিন্তু এ বিষয়েও শ্ৰীকৃষ্ণ বাবুৰ মতেব সঙ্গে আমাব মতেব বাক্যগত সাদৃশ থাকিলেও, অৰ্থগত কোন সাদৃশ্য নাই । আমাব অৰ্থ আমি বিশদ কৰিতেছি । কিন্তু তৎপূৰ্বে গোটাকতক কথা বলিতে ইবে ।

জাতিভেদ এক বকম না এক বকম ভাবে সকল সমাজেই আছে । § বড় ছোটতে বৈষম্য, ধনী নিৰ্ধনীতে পাৰ্থক্য সমাজ হইতে উঠিয়া যাইবাৰ ১৭ পর্য্যন্তও কোন আশাজনক নিদৰ্শন পাওযা যাইতেছে না । স্মৃত্যং

কাৰণ কি? ইহাৰ প্ৰধান কাৰণ আমাৰ নিকট এই বোধ হয় যে, চিকিৎসা বিদ্যাৰ ভিতৰে বিদ্যুৎ স্থান পাইয়াছে । সকলেই Electro-Homœopathy শাস্ত্ৰেৰ নাম বোধ হয় জানেন । আৰ আমাদেৰ দেশেও ৭সীতা নাথ বাবু ইহাৰ যথেষ্ট অনুশীলন কৰিয়া গিয়াছেন । যদিও তাহাৰ গবেষণা গুব বেগী পৰিজ্ঞাত নহে, তথাপি তাহাতে যে কিছু ফল কৰে নাই, এমত আমাৰ বোধ হয় না । আৰও এক কথা, Theosophist লেৰ লোকেয়াও ইহাৰ উপর কতক কুঁকিয়াছেন । তাহাতেও কিছু ফল ইয়িতে পারে । তবে বৈদ্যাতিক-প্ৰভাব লোকেৰ মনে বহু দিন হইতে উদ্ভিত হইয়াছে, সত্য । আমাৰ দেশ মনে পড়িতেছে যে, “তত্ত্ব বোধিনী পত্ৰিকাতেও” বহু কাল পূৰ্বে কতক গুৰু শ্ৰীকৃষ্ণ বাবুৰ বৈদ্যাতিক শক্তিৰ সাহায্যতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাহা হইতেই এই অভিলষ

§ Introduction to Monier-Williams's Indian Wisdom—"Caste system in one shape or other must exist in Every Society." (Quoted from memory).

সে পার্থক্য যে আব কিছু দিন সংসাবে থাকিবে, তাহা কতকটা ঠিক । সে পার্থক্যকে জাতিভেদ বলিতে চাও বল, কিন্তু আমাদের দেশের জাতিভেদ তাহাব সঙ্গে সঙ্গে আব বতকগুলি লক্ষণাক্রান্ত । বিলাতে কি ইউরোপে বড ডোটতে বৈষম্য থাকিবেও তাহা ভঙ্গুব । আজ যে গরিবের ছেলে আছে, কাল হইত সে সমাজের শীর্ষ স্থানে বসিবে । আজ যে সকল লোক তাহাব সঙ্গে আহার ব্যবহার কবিত্তে সঙ্কচিত হইতেছে, কাল হইতঃ সেই সকল ব্যক্তিই তাহাব সঙ্গে আহার ব্যবহার কবিয়া নিজকে সম্মানিত মনে কবিবে । “কম্বোয়েন ছেনে” Lord Chancellor, নাপিতের ছেলে Sir Richard Arkwright, Cabin Boy President Garfield, কি কম্বোব “Elihu Burtt”, আমাদের দেশে জন্মান কঠিন । তাই আমাদের “জাতিভেদ” একটা ভয়ানক পদার্থ । এ দেশে ডাক্তার বাজেজ্ঞান মিত্র “শূদ্র” বই আর কিছুই নহেন—বমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় “দত্ত” বই আব কিছুই নহেন, আব আমি—পৈতৃবাবী পবিত্র ব্রাহ্মণ । গোড়া হিন্দু-সমাজে, প্রকৃত হিন্দু সমাজে ডাক্তার মহাশয়ে আব আমাদের বিত্ত প্রভেদ । তাই বর্ধিত ছিলাম যে, আমাদের দেশেই প্রকৃত জাতি-ভেদ জন্মগত বৈষম্য । বিলাতে কি মার্কিন দেশে তাহা নাই ।

এই জাতি-ভেদ প্রথাতে যে আমাদের কত হিত ববিত্তেছে আব কষ্টবে, অহিত কবিত্তেছে, তাহাব হিসাব দেওয়া এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে সব আমি তাহাব সম্বন্ধে জনাওয়াশীলের কাগজ ঠিক ববিত্তে বসি নাই, ঠিকবে কবিবাব সাধ্যও নাই । তবে জাতিভেদের নোটা মুঠী দববাব লক্ষণটীয়া দেওয়া বাতি, তাই তাহা দিলাম ।

এই জাতি-ভেদের উদ্ভব-হেতু সম্বন্ধে দুইটা প্রধান পৃথক কারণ আমার দৃষ্টি পথে আসিয়াছে । দুইটাই স্বাধীন বোধ হয় । তবে কেহ কাবও উপবে নির্ভব কবিত্তেছে, না কি উভয়েই উভয়েই অধীন, তাহা আমি ঠিক কবিয়া উঠিতে পারি নাই । আমার নিবট কিন্তু দুইটা পৃথক বলিয়া বে, হয় । অতি পূর্ব কালে যে আমাদের দেশে জাতিভেদ ছিল না, তাহা নূত কবিয়া প্রমাণ কবা এক প্রকাব পাঠক মহাশয়ের বিদ্যাব প্রতি দোষারোপ কবা ভিন্ন আব কিছুই নহে ।

ব্যাখ্যা বোধ হয় কেবল প্রবেশ লাভ করিয়াছে । কিন্তু তাহার পরে অনেক দিন পর্যন্ত ইহা কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই । তৎপরে এই কয়েক দিন বিদ্যন্তের বড়ই প্রভাব দেখিত্তিহি ব্যাখ্যাভাগ কি মনে করেন যে, সিংহের চর্মে সকলকেই সিংহ করিতে পারে ?

“ন বিশেষোহস্তি বর্ণনাং সৰ্কং ব্রহ্মময়ং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূৰ্ণং সৃষ্টং হি কৰ্ম্মভিৰ্গতং গতং ॥”

শ্লোকটী আমাদের এক্ষণে সাধাবণ সম্পত্তির মধ্যে গিয়াছে । ইহা অপেক্ষা জাতি-ভেদের বিকক্ষে শক্ত প্রমাণ থুব কমই পাওয়া যায় । ইহাতেই জাতি-ভেদ সমুদ্ভবেব প্রকৃত কাবণ বুঝা যাইতেছে । “কৰ্ম্মভিৰ্গতং গতং” শ্রীকৃষ্ণ বাবু অবশ্যই স্বীকাব কবেন না । কাবণ, সেটী যে জলের মত সবল । তাই সেটী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাব তত উপযোগী নহে । আজ কাল হিন্দু ধৰ্ম্মেব গভীৰ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যে সে ই কবিত্তে আবস্ত কৰি যাছেন, স্মৃতবাং ধৰ্ম্ম প্রচাবক মহাশয় যে তাঁহাব প্রাপ্য ছাডিবেন, তাহা বোধ হয় না । তাই জাতি-ভেদের পূৰ্ণিমাৰ জ্যোৎস্নাবং পবিত্ৰাব ব্যাখ্যা ছাডিয়া দিয়া অমানিশাব গভীৰ অন্ধকাববং ব্যাখ্যা প্রদান কবিয়াছেন ।

জাতি ভেদেব প্রপা যে পূৰ্ণে ব্যবসায়-গত বা কৰ্ম্ম-গত ছিল, তাহাব নিদর্শন অনেক পণ্ডা যা যায । সৰ্ক প্রথমে যে আমাদের ভিতৰ জাতি-ভেদ ছিলনা, তাহাও এক বকম ঠিক । ক্রমে সমাজ যত উন্নত হইতে লাগিল, তন্মই পবিশ্রমেব বিভাগ (Division of labour) আবশ্যক হইয়া উঠিল । এক জনেব পক্ষে স্বীয় জীবনেব সমস্ত অভাব স্বকীয় ক্রমতায় মোচন কবা সমাজের আদিম অবস্থায়ই হইয়া উঠে । সভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য অবস্থায় শ্রেণী-বিভাগ না হইলে, সমাজেব মঙ্গল সাধিত হয় না । স্বীয় স্বীয় উদব চিন্তায় সকলে ব্যাপ্ত থাকিলে সমাজ উন্নত হইতে পাবে না । তাই আৰ্য্য-উপনিবেশ শুলিৰ বিস্তৃতিব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূৰ্ক পুরুষেবা যখন ভ্রমণশীল জীবন ছাডিয়া কৃষি-জীবন গ্রহণ কবিলেন, তখন সেই পুৰাতন জীবনোচিত কাৰ্য্য শুলি ক্রমে ক্রমে অবসর গ্রহণ কবিল । পরিশ্রমেব বিভাগ আবস্ত হইল ; তৎসঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণীর উৎপত্তি হইল । শ্রেণী হইল মাত্র, কিন্তু “জাতি” হইল না । তখনও পরস্পরে আহাৰ ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল না—বিবাহও যে প্রচলিত ছিল তাহা বোধ হয় । তাহার বহুদিন পরে মনুতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ সকল জাতির কথাই বিবাহ কৰিতে পারিতেন । “শূদ্রেবভাৰ্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বাচ বিশঃ সঃ” * ইত্যাদি শ্লোকই তাহার পরিচায়ক । ক্রমে সে পদ্ধতি ত্যাগ উঠিয়া গেল, বিবাহও বন্ধ হইয়া গেল । ইহার পূৰ্কেই আহাৰ

বন্ধ হইয়া গিয়াছে । তখন প্রকৃত “জাতি-ভেদ” প্রথাব সৃষ্টি হইল । মন্বতে বিদ্য অত্যাশ্র জাতির সহিত আশাব প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধ নহে, কেবল শূদ্রের সঙ্গে নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু তাহাতেও জাতি যাইত না (মহু ১১ অ, ১৫৩ শ্লোক)

সংক্ষেপে এই প্রকারে জাতি-ভেদ প্রথাব সৃষ্টি হইল । এটা আমাদের দেশেব জাতি ভেদেব উৎপত্তিৰ কাবণ । ইহা ব্যতীত আবও একটা কাবণ ইহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় এবং তাহা আমাদের দেশে কি অশ্র পোন দেশ বিশেষে নিবন্ধ নহে—সেটা সাধাবণ কা । তাহা এই—

মহুয্য সমাজের আদিম অবস্থায়—অথবা যখন মন্বয্য সমাজ ভুক্ত হই নাই, তখন সকলেই স্বাধীন—সবলেই স্বেচ্ছাচারী—প্রকৃতি কমনীয় জনশ্রু প্রান্তরে বেড়াইত। বেড়াইত, নিজেব নিজেব উদর চিন্তায় সকলেই বাস্ত—নিজেব ইচ্ছায়ই তখন সকলে পবিচালিত হইত, সেই সময়ে বাজা কি বাদসাহ বাহাবও অধানে কেহ নহে এবং লোকেও শ্রবশাসন সহ্য কবিতে পারিত না । এ প্রথাব বিবাদী ধাতুব দ্বাৰা গঠিত সমাজ, তাহা সমন্বয় কিসে হইবে ? সৰ্ব্বাদৌ সেই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, ভ্রমণ-কুশল, নিরন্ত মন্বয্য দলের মধ্যে নিয়ম (system) স্থাপিত কবা প্রয়োজন হইয়া উঠে । এক জনকে সকলেই প্রথমে মাগ কবিবে—এক জনেব আজ্ঞার অবহে কেহই কবিতে পারিবে না, এইটাই সমাজ সংস্থাপনের মূল ভিত্তি হইয়া দাঁড় ইল । এটা কিন্তু প্রথমেই সমস্ত জাতিতে বিস্তৃত হয় না । প্রথমে একটা পবি-বারে নিবন্ধ ছিল । পৃথক পৃথক পবিবাবেব কত্তা তখন স্বায পবিবাবেব হস্তা কত্তা বিধাতা । ক্রমে সেই পদ্ধতি সমস্ত জাতিতে বিস্তৃত হইল । তখন একটা “কেন্দ্রগত শক্তি” সমাজে প্রতিষ্ঠাপিত হইল । সেই শক্তির নিকটে সকলকেই মন্তক অবনত কবিতে হইয়াছিল । কিন্তু একজনেব মাথা ঠিক হইলেও ত হইল না । মাথা কিসে কাজ করিবে ? সমাজে বাহারা বুদ্ধিমা কি ক্ষমতাশালী, তাহাদের কার্যের কেন্দ্র অব্যবহিত রাখিলে তবে তাহা সমাজের উন্নতি-কল্পে স্বীয় স্বীয় জীবন প্রদান করিতে পাবেন । তাহারা স্বীয় স্বীয় অশ্র চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন, তবে সমাজের উন্নতি হয় । এবং সমাজে “মানসিক” বল (Intellectual force) এক কেন্দ্রে আশ্র একত্র হইতে পারে না—তাহার সমষ্টি এক স্থানে আসিয়া রাশীকৃত হই পারে । তাই সৰ্ব্বাদৌ এমন একটা জাতির আবশ্রক হইয়া উঠিল ।